NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ সাহিত্যপিপাসু বিপ্লবী বাঘা যতীন

টানা বর্ষণে পশ্চিম মেদিনীপুরে বন্যা পরিস্থিতি ৬

কলকাতা ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ৩০ ভাদ্র ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ৯৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 16.9.2024, Vol.18, Issue No. 98 8 Pages, Price 3.00

কলকাতার হাসপাতালে ‘যৌন হেনস্থা’, ধৃত ওয়ার্ড বয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতারই এক শিশু হাসপাতালে এক মহিলার শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল এক ওয়ার্ড বয়ের বিরুদ্ধে। ঘুমের মধ্যেই মহিলাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল হাসপাতালের ওয়ার্ড বয়ের বিরুদ্ধে। আরও অভিযোগ, নিজের মোবাইলে মহিলার ভিডিয়োও তুলেছেন অভিযুক্ত। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে কড়েয়া থানার পুলিশ। ওই মহিলা এই অভিযোগও জানিয়েছেন যে, তাঁর পোশাক খোলার চেষ্টা করেন ওই ওয়ার্ড বয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্যাতিতার সন্তান ওই হাসপাতালে ভর্তি। হাসপাতালের দোতলার ওয়ার্ডে তাকে পাশে নিয়ে শনিবার রাতে ঘুমিয়ে ছিলেন মা। মহিলার অভিযোগ, সে সময় তাঁকে খারাপ ভাবে স্পর্শ করেন ওই ওয়ার্ড বয়। তাঁর ভিডিয়ো অভিযুক্ত নিজের মোবাইলে তুলছিলেন বলেও অভিযোগ। বছর ছাব্বিশের আলিপুরের বাসিন্দা ওই তরুণী জানান, তাঁর সন্তান ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথে ভর্তি। পুলিশের কাছে যে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন তাতে তিনি লেখেন, ওই হাসপাতালের দোতলায় তিনি ঘুমিয়েছিলেন। সেইসময় তাঁকে অশালীন ভাবে স্পর্শ করেন ওই ওয়ার্ড বয়। এমনকি, তাঁর পোশাক খোলারও চেষ্টা করেন। সঙ্গে ভিডিয়োও করেন। রবিবার কড়েয়া থানায় অভিযোগ করেন তরুণী। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এর পরেই ২৬ বছরের যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুভাষগ্রামে থাকেন। আদতে ত্রিপুরার বাসিন্দা। ধৃতের মোবাইল বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তাঁকে হেপাজতে নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ। *এরপর দুয়ের পাতায়*

৫ দাবিতে অনড়, বৃষ্টিভেজা মিছিলে প্রত্যয়ের আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আকাশের চোখরাঙানি উপেক্ষা করেই রবিবার রাজপথে মিছিল করলেন জুনিয়র ডাক্তাররা। কলকাতা ও শহরতলিতে দিনভর বৃষ্টিতেই সেন্ট্রাল পার্ক থেকে স্বাস্থ্য ভবন পর্যন্ত চলল মিছিল। আরজি করের নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে গত মঙ্গলবার থেকে রবিবার অবস্থানের ষষ্ঠ দিন হয়ে গেল স্বাস্থ্যভবনের সামনে রাস্তায় বসে রয়েছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। সরকার পক্ষের সঙ্গে আলোচনার জন্য শুরু থেকেই যে পাঁচ দফা দাবি তাঁরা জানিয়ে আসছেন, তা নিয়েই রবিবার সল্টলেকের রাস্তায় মিছিল করলেন জুনিয়র ডাক্তাররা। মিছিলের ঠিক মুখেই বড় বড় হরফে লেখা, ‘আর্জি নয়, দাবি কর।’ ডাক্তাররা বুঝিয়ে দিতে চাইছেন, তাঁরা বিচার চাইছেন না। তাঁরা বিচার দাবি করছেন।

বৃষ্টি মাথায় নিয়েই চলল মিছিল। বিকেলে মিছিল শুরু হয়ে স্বাস্থ্য ভবনের কাছে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। গোটা মিছিল থেকে ক্ষণে ক্ষণে স্লোগান উঠল আরজি করের নির্যাতিতার বিচার চেয়ে। শিরদাঁড়া সোজা রাখার আহ্বানও ছিল। তেরঙ্গা হাতে উঠল ‘হোক প্রতিবাদ’ ধ্বনি। রাস্তাজুড়ে জ্বলে উঠল অগুনতি মোবাইলের ফ্ল্যাশের আলো। ফ্ল্যাশের আলোয় তাঁর যেন জানান দিল, বিচারের দাবিতে তাঁরা এককাট্টা। মিছিলে কোনও রকম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি আটকাতে মানববন্ধন করতেও দেখা গেল ডাক্তারদের।

আন্দোলনরত ডাক্তারদের মিছিলে রাস্তার দু’পাশ থেকে এসে পা মেলালেন প্রচুর সাধারণ মানুষও। মিছিলের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রবীণদের অনেকেই এগিয়ে এসে আশীর্বাদের হাত বাড়ালেন জুনিয়র ডাক্তারদের দিকে। যে সাধারণ মানুষরা ডাক্তারদের মিছিলে পা মেলালেন, তাঁরাও বুঝিয়ে দিলেন ডাক্তারদের দাবির সঙ্গে তাঁরা একাত্ম। তাঁরা বলেন, ‘এ লড়াই আর শুধু ডাক্তারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এ লড়াই গোটা সমাজের, সাধারণ মানুষের।’

মিছিল শেষে চিকিৎসক কিঞ্জল নন্দ জানান, তাঁদের দাবিগুলি পূরণে এখনও সদর্থক কিছুই হয়নি। পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগের দাবিও আবার স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। একই সঙ্গে প্রশ্ন তোলেন জেলা হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো নিয়েও। কিঞ্জল বলেন, ‘বিভিন্ন সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পরিকাঠামো অত্যন্ত অনুন্নত। কেন একটি প্রান্তিক জেলার মানুষকে বার বার চিকিৎসার জন্য কলকাতামুখী হতে হবে?’

প্রসঙ্গত, আর জি কর-কাণ্ডের পর থেকে ৩৫ দিন অতিক্রান্ত। বিচারের দাবিতে লাগাতার কর্মবিরতি, আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। সরকার পক্ষের সঙ্গে একাধিক বার আলোচনার সম্ভাবনা তৈরি হলেও, শেষ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি। এক বার নবান্নে এবং এক বার কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন পর্যন্ত গিয়েও ফিরে আসতে হয়েছে তাঁদের।

মঙ্গলবার পর্যন্ত হেপাজতে সন্দীপ-অভিজিৎ

সিবিআই নজরে ‘বৃহত্তর ষড়যন্ত্র’

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহত্তর ষড়যন্ত্র থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এমনই সম্ভাবনায় আরজি করে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ খুনের মামলায় টালা থানার তৎকালীন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সিবিআই হেপাজতের নির্দেশ দিল শিয়ালদা আদালত।

তথ্যপ্রমাণ লোপাট, সঙ্গে ইচ্ছাকৃত ভাবে দেরিতে এফআইআর দায়ের করার ঘটনায় আরজি কর কাণ্ডে কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার তৎকালীন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। এরপর রবিবার তাঁদের শিয়ালদা আদালতের সেকেন্ড জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বিচারক পামেলা গুপ্তার এজলাসে পেশ করা হয়। রবিবার আরজি কর হাসপাতালে ধর্ষণ এবং খুনের মামলার শুনানিতে শিয়ালদা আদালতে সিবিআই আরও দাবি করে, আরজি কর-কাণ্ডে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের ব্যবহৃত জিনিস বাজেয়াপ্ত করতে দেরি করেছে কলকাতা পুলিশ।

রবিবার নিম্ন আদালতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটির তরফে দাবি করা হয়েছে, ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের ব্যবহৃত জামাকাপড়-সহ অন্যান্য জিনিস বাজেয়াপ্ত করতে দু’দিন ‘অপ্রয়োজনীয়’ দেরি করেছে লালবাজার। তা ছাড়া পুলিশ ‘ক্রাইম সিন’ বা অপরাধস্থল ঠিকঠাক ভাবে না ঘেরার কারণে অভিযুক্তের অপরাধের চিহ্ন মুছে গিয়েছে বলেও আদালতে জানিয়েছে সিবিআই।

আদালতে সওয়াল জবাবের সময়ে সিবিআইয়ের তরফে দাবি করা হয়, আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের মধ্যে কথোপকথন হয়। সিবিআইয়ের হাতে সেই তথ্য প্রমাণ এসেছে। এই বিষয়টিকেই আদালতে বেশ জোর দিয়ে উত্থাপন করেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। যদিও সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, জেরায় অভিজিৎ মণ্ডল সেই কথোপকথনের বিষয়টি অস্বীকার করেন। তবে অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, প্রমাণ লোপাট, এফআইআর করায় বিলম্বের অভিযোগ আনা হয়েছে। ১২০বি, ২৩৮/১৯৯ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে।

সিবিআইয়ের আইনজীবী এদিন আদালতে সওয়াল করতে গিয়ে বলেন, ‘কল ডিটেইলস রেকর্ডে সন্দীপের সঙ্গে কথোপকথন আছে। এর মধ্যে ষড়যন্ত্র থাকতে পারে এর পিছনে। আমরা সত্যি সামনে আনতে চাই। আমরা সন্দীপ ও অভিজিৎকে মুখোমুখি জেরা করতে চাই।’ একইসঙ্গে সিবিআইয়ের তরফ থেকে এও জানানো হয়, ‘আমরা অভিজিৎ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছি। তিনি সকাল ১০টায় খবর পান। ১১টার সময় যান। সময়ের ব্যবধান রয়েছে।’

সিবিআইয়ের তরফে আইনজীবী বলেন, ‘ওসি একজন সন্দেহভাজন। আমাদের কাঁধে দায়িত্ব আছে সত্যি সামনে আনার। পুলিশ হিসাবে নিজের দায়িত্ব পালন করেননি। তিনি পদ্ধতি সম্পর্কে ভালো করে জানেন। তাও সেটা পালন করেননি। ধর্ষণ ও খুনের মামলায় যতটা সতর্ক থাকা উচিত ছিল, ততটা থাকেননি। প্রমাণ লোপাট হয়েছে। অটোপসি, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ফুটপ্রিন্ট উধাও নষ্ট হয়েছে।’

সিবিআইয়ের গ্রেপ্তারি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অভিজিতের আইনজীবী। তিনি বলেন, ‘ষড়যন্ত্র, কর্তব্য পালনে গাফিলতি বা প্রমাণ লোপাটের যে অভিযোগ করা হচ্ছে, সবগুলিই জামিনযোগ্য। সেক্ষেত্রে বিভাগীয় তদন্ত হতে পারে। সঙ্গে দাবি, অভিজিতকে ৬ বার তলব করা হয়। তিনি প্রত্যেকবার গিয়েছেন। ‘মেডিক্যাল লিভে’ ছিলেন। তাও গিয়েছেন বলে আদালতের জানান অভিজিতের আইনজীবী। অভিযুক্ত হিসেবে কখনও ডাকা হয়নি। মানে এতদিন সিবিআই জানত না তিনি অভিযুক্ত। অ্যারেস্ট মেমোয় স্ত্রী বা কোনও আত্মীয়ের সই নেই। কিসের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, তাও দেখানো হয়নি। এরই রেশ ধরে অভিজিতের আইনজীবীর প্রশ্ন, শনিবার জিজ্ঞাসাবাদে এমন কী পেলেন, যে গ্রেপ্তার করতে হবে? এর পাশাপাশি অভিজিতের আইনজীবী আদালতে জানান, তাঁর মক্কেল পাবলিক সার্ভেন্ট। যে কোনও শর্তে জামিন দিন। যদিও এদিন আদালতে তাঁকে গ্রেপ্তারের সাত দফা ব্যাখ্যা দিয়েছে সিবিআই।

সিবিআই আইনজীবীর আরও সওয়াল, প্রথমে আত্মহত্যা বলা হয়েছিল। কিন্তু দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যৌন নির্যাতন হয়েছে। অনেক দেরিতে সব কিছু বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। দেরিতে এফআইআর রুজু করা হয়। ঘটনাস্থল কর্ডন করা হয়নি। প্রচুর লোক ঢুকে পড়ে ঘটনাস্থলে। সিবিআইয়ের তরফে আইনজীবী বলেন, ‘আমরা অভিজিৎকে অভিযুক্ত হিসেবে মনে করছি না। তিন দিনের জন্য হেপাজতে চাইছি। মূল অভিযোগে অভিযুক্ত মনে করছি না।’ আর এই প্রসঙ্গেই সিবিআইয়ের বক্তব্য, ‘সিবিআই-পুলিশে টানাটানি আছে বলে অনেকে মনে করছেন। কিন্তু এমনটা নয়। আমরা সত্যি জানতে চাইছি। সত্যি সামনে আসুক। এই ঘটনাকে প্রথমে আত্মহত্যা দাবি করা হচ্ছিল। কিন্তু দেখে বোঝা যাচ্ছিল শারীরিক হেনস্থা হয়েছে। অনেক দেরিতে এভিডেন্স বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সন্দীপ ঘোষ হাসপাতালের প্রধান হিসেবে নিয়ম ঠিকমতো ফলো করেননি। কোনও ষড়যন্ত্র হয়ে থাকলে তা উদঘাটন করা দরকার।’ এবার কলকাতা পুলিশের আরও চার অফিসারকে নোটিশ দিল সিবিআই। তদন্তের এই পুলিশ অফিসারদের থেকে কোনও সূত্র পাওয়া যায় কিনা সেটাই জানতে চাইছে সিবিআই। রবিবার যেই দুই অফিসারকে তলব করা হয়, তাঁদের মধ্যে দু’জন সাব ইন্সপেক্টর পদ মর্যাদার। সিবিআই সূত্রের দাবি, কলকাতা পুলিশের তরফে যখন তদন্ত চলছিল এই চার অফিসার সেই দলে ছিলেন। সেই দুই অফিসারকে তলব করে কোনও সূত্র পাওয়া যায় কিনা সেটাই দেখতে চাইছে সিবিআই।

মানিকচকে বোমা-গুলি, খুন ব্লক কংগ্রেসি নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রকাশ্য রাস্তায় গুলি চালিয়ে, বোমা মেরে মানিকচক ব্লকের কংগ্রেস দলের সাধারণ সম্পাদককে খুন করার অভিযোগ উঠল একদল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। রবিবার সকালে এই বোমাবাজির ঘটনার পর মৃত কংগ্রেস নেতার রক্তাক্ত দেহ নিয়ে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে এবং রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচক থানার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধরমপুর এলাকায়। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে চলে মালদা মানিকচক রাজ্য সড়ক অবরোধ।

দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েও প্রতিবাদ জানান স্থানীয় কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা। যদিও এই ঘটনাকে ঘিরে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। কংগ্রেসের অভিযোগ, এই খুনের ঘটনার পিছনে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা জড়িত রয়েছে। যদিও কংগ্রেসের এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। পুলিশ প্রাথমিক তদন্তের পর জানিয়েছে পুরনো একটি গোলমালের ঘটনাকে ঘিরে এই হামলার ঘটনাটি ঘটেছে দুষ্কৃতীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম মহম্মদ সৈইফুদ্দিন (৫০)। তাঁর বাড়ি গোপালপুর এলাকায়। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রধান ছিলেন তিনি। বর্তমানে মহম্মদ সৈইফুদ্দিন মানিকচক ব্লক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পদে ছিলেন। এদিন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাজারের দিকে আসছিলেন তিনি। ঠিক সেই সময় তাঁকে লক্ষ্য করে বোমাগুলি ছুঁড়ে সশস্ত্র একদল দুষ্কৃতী বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ওই কংগ্রেস নেতার। মৃতের আত্মীয়দের অভিযোগ, গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে অঞ্চল সভাপতি মহম্মদ নাসির তাঁর দলবল নিয়ে বোমা গুলি ছুড়েছে। যার ফলে মৃত্যু হয়েছে কংগ্রেস নেতা সৈফুদ্দিনের। উল্লেখ্য, গত দু’মাস আগে এই এলাকায় সৈইফুদ্দিনের ভাইপোকে কুপিয়ে খুন করে দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। ঘটনার দু’মাস পেরিয়ে গেল এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। এরপরই কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সৈইফুদ্দিনকে লক্ষ্য করে বোমা গুলি করা হয়। *এরপর দুয়ের পাতায়*

দু’দিন পর ইস্তফা, ঘোষণা কেজরির

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর: আবগারি মামলায় জামিনে মুক্তি পাওয়ার দু’দিন পর দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির (আপ) সর্বোচ্চ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল পদত্যাগের কথা জানালেন। রবিবার বেলা ১১টা নাগাদ এই ঘোষণা দেন কেজরিওয়াল। বলেন, দু’দিনের মধ্যেই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করবেন। আদালতের কাছে ন্যায়বিচার পাওয়ার পর এবার মানুষের রায় চাইবেন। কেজরিওয়ালের জায়গায় কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন, দল তা ঠিক করবে। আতিশি, রাঘব চাড্ডা, সৌরভ ভরদ্বাজের মধ্য থেকে কেউ হতে পারেন। এতদিন ধরে সরকারের সব কাজ চালিয়ে আসছেন আতিশিই। ছ’ মাস জেলবন্দি থাকার পর জামিনে মুক্তি পেয়ে দলীয় কর্মীদের এক বৈঠকে এই ঘোষণা দিয়ে কেজরিওয়াল বলেন, তিনি চান, দিল্লি বিধানসভার নির্বাচন মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে এই নভেম্বর মাসেই করা হোক। দিল্লি বিধানসভার নির্বাচন হওয়ার কথা আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে। কেজরিওয়াল ও আম আদমি পার্টির বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়া ও অর্থ পাচারের গুরুতর অভিযোগে তদন্ত চলছে। অভিযোগ, আবগারি নীতির মাধ্যমে তাঁরা ১০০ কোটি রুপি ঘুষ নিয়েছেন। সেই টাকা গোয়া বিধানসভা ভোটে খরচ করেছেন। এই অভিযোগের তদন্ত করছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), সিবিআই ও আয়কর বিভাগ। কেজরিওয়াল ছাড়াও ওই মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া, রাজ্যসভার সদস্য সঞ্জয় সিংকে। তবে অকাট্য প্রমাণ তারা দাখিল করতে পারেনি। *এরপর দুয়ের পাতায়*

উদ্বোধন মোদির, আরও তিন ‘বন্দে ভারত’ হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া থেকে এবার বিহার এবং ওড়িশায় যেতে আরও কম সময় লাগবে। রবিবার ভার্চুয়াল মাধ্যমে মোট ছ’টি বন্দে ভারত উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার মধ্যে তিনটিই চলাচল করবে হাওড়া থেকে। হাওড়া থেকে একটি যাবে ওড়িশার রাউরকেল্লা, একটি বিহারের ভাগলপুর এবং আর একটি বন্দে ভারত চলবে বিহারের গয়া পর্যন্ত। এদিন উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, রেলের শীর্ষ আধিকারিক-সহ স্কুল পড়ুয়ারা।

জানা গিয়েছে, রবিবার টাটানগর থেকে এই ট্রেনগুলি উদ্বোধন করার কথা থাকলেও, খারাপ আবহাওয়া এবং দৃশ্যমানতা কম থাকায় আকাশপথে সেখানে পৌঁছতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী। শেষ পর্যন্ত ভার্চুয়াল মাধ্যমে উদ্বোধন করেন ছ’টি বন্দে ভারত ট্রেনের। কমলা-সাদা রঙের নতুন এই বন্দে ভারত ট্রেন তিনটি হাওড়া থেকে চলাচল করবে। বাকি তিনটি টাটানগর-পটনা, ব্রহ্মপুর-টাটানগর এবং দেওঘর-বারাণসী রুটে যাতায়াত করবে। চলতি বছরের শেষ দিকে ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে তিনটি নতুন বন্দে ভারত ট্রেন পেল এই রাজ্য।

এই নিয়ে রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘ছ’টি নতুন বন্দে ভারত, ৬৫০ কোটি টাকার প্রকল্প, যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় হাজার হাজার জনকে পাকা বাড়ি, এই সব প্রকল্পের জন্য ঝাড়খণ্ডের মানুষকে অভিনন্দন জানাই।’ এদিন ঝাড়খণ্ডে মোদির রোডশো করার কথা থাকলেও, ভারী বৃষ্টির কারণে তা বাতিল হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের পাশাপাশি সুবিধা পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গবাসীও। এই প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, ‘অনেক কম সময়ে যাত্রীরা এই ট্রেনে চেপে গন্তব্যে পৌঁছে যাবেন। অন্য রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ এবং যাতায়াতে অনেক সুবিধা হবে। এতে কাজের সুযোগ বাড়বে।’ *এরপর দুয়ের পাতায়*

উর্দিতেই তৃণমূলি নেতার জন্মদিনে, বিতর্কে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: পুলিশের উর্দি পড়েই তৃণমূল নেতার জন্মদিন পালন করে বিতর্কে জড়ালেন এক এএসআই। স্থানীয় একটি কেকের দোকানে ওই এএসআইকে তৃণমূল নেতার জন্মদিন পালন করতে দেখা গেল। কেক খেলেন। পুলিশের টুপি খুলে জন্মদিনের টুপিও পড়লেন। আর এই ভিডিও ভাইরাল হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ডোমকল মহকুমার রানিনগরে। রানিনগর ২ নম্বর ব্লকের শেখপাড়ায় বাজারে একটি কেকের দোকানে জন্মদিনের অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বিরোধীরা এই ভিডিও ভাইরাল হতেই রাজ্য পুলিশকে তৃণমূলের চটিচাটা পুলিশ বলে কটাক্ষ শুরু করেছে। যদিও এই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ‘একদিন’ পত্রিকা। অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীর নাম তাজ আলম। তাজ আলমের প্রতিক্রিয়া জানতে বারবার ফোন করা হলেও, কোনও উত্তর মেলেনি। ব্লক তৃণমূল সভাপতি মেহেবুব মুর্শিদ বলেন, ‘ভিডিওর সত্যতা যাচাই না করে কোন মন্তব্য করব না।’ এক সুরে সুর মিলিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসও রাজ্য পুলিশকে বিঁধতে শুরু করেছে।

এই বিষয়ে রানিনগর-২ নম্বর ব্লক কংগ্রেস সভানেত্রী মমতাজ বেগম ওরফে হীরা বলেন, ‘পুলিশ এখন তৃণমূলের চটিচাটা হয়ে গিয়েছে। নেতাদের শুধু জন্মদিনে নয় বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল নেতাদের হয়ে কাজ করছে পুলিশ। নেতাদের অবৈধ কাজকর্মে মদত দিচ্ছে। প্রত্যেকটা ব্লকেই পুলিশ ব্লক তৃণমূল সভাপতি থেকে শুরু করে অঞ্চল সভাপতিদের হুকুমের গোলাম হয়ে উঠেছে।’ জেলা বিজেপির সভাপতি সৌমেন মণ্ডল বলেন, ‘তৃণমূলের জন্মদিনে গিয়েছে পুলিশের উর্দি পড়ে অন ডিউটি অবস্থায়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এভাবেই তাঁদের চালনা করেন।’ প্রত্যেকটা থানা তৃণমূলের পার্টি অফিস হয়ে উঠেছে বলে দাবি সৌমেন মণ্ডলের। ঘটনার ভাইরাল ভিডিয়োকে কেন্দ্র করে চরম শোরগোল পড়েছে রানিনগর-২ নম্বর ব্লকে। নেটিজেন পাড়ায় ঘটনায় একের পর কমেন্ট পড়ছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতা সোহেল রানার জন্মদিন পালন হচ্ছিল। জেলা পুলিশ সুপার সুর্যপ্রতাপ যাদব বলেন, ‘পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতি অসীমা মুখার্জী মহাশয়া বিগত ইং ২০০২ সালে ডি.এস.আর-৪, আলিপুর অফিসে সম্পাদিত ১১০০ নং কোবালা দলিল বলে জমি ক্রয় করেন এবং দলিল মধ্যে ইং ১৯৯৮ সালে শ্রীমতি মলিনা বোস মহাশয়ার পক্ষে আলিপুর রেজিস্ট্রী অফিসে সম্পাদিত ৯৩ নং আমমোক্তার দলিলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী মধুসূদন বসু এবং একই অফিসে ইং ২০০১ সালে সম্পাদিত পূর্নেন্দু ঘোষ ও নভেন্দু ঘোষ মহাশয়গনের পক্ষে যথাক্রমে ২০০ ও ১১২ নং আমমোক্তার দলিলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী সমীর কুমার ঘোষ মহাশয়গনের নাম উল্লেখ আছে। মৌজা-বোড়াল, এল.আর ৬৮৩, ৬৮৪ নং দাগ ও এল.আর ২২১, ৮৮৫, ১২১৭, ১৭০৯/১, ১৭১০/১ ও ১৯০০ নং খতিয়ানে মোট ২ কাঠা জমি ক্রয় করে মিউটেশনের জন্য কেস করেছেন। কেস নং- MN/2024/1615/31957 যদি কারোর আপত্তি থাকে আগামী ২৫/৯/২০২৪ তারিখের মধ্যে সোনারপুর বি.এল. অ্যাণ্ড এল.আর. ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

Sd/-
Pampa Roy, B.A.L.L.B
Advocate
Judges'Court Alipore, Kolkata-700027
Regd. No. - F/1280/2017

হাওড়ার মুকুটে আরেকটি পালক, সপ্তম বন্দে ভারতের যাত্রা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়া থেকে সপ্তম বন্দে ভারতের শুভ সূচনা হল। হাওড়ার মুকুটে জুড়লো আরেকটি নতুন পালক। ১৫ সেপ্টেম্বর রবিবার হাওড়া-রৌরকেল্লা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের শুভ সূচনা হল। পুজোর আগে এটা সুখবর বাংলার মানুষের কাছে। রবিবার সকালে হাওড়া স্টেশনে এর যাত্রারম্ভ হয়। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি এর সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই উপলক্ষে এদিন হাওড়া স্টেশনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন রেলের পদস্থ আধিকারিকরা।

বাজেট অধিবেশনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইন্টার সিটি বন্দে ভারত পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত জানায় ভারতীয় রেল। একটি বিবৃতিতে রেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে দ্রুত যাতায়াতের জন্য এবং যাত্রীদের সুবিধার জন্য রেল সবসময় তৎপর রয়েছে। তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ট্রেন পরিষেবার দেওয়ার মাধ্যমে যাত্রীদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত মানের করার জন্য ভারতীয় রেল পদ্ধপরিকর। আর এই সুবিধাকে আরও বাড়াতে চালু হতে চলেছে ইন্টার স্টেট বন্দে ভারত পরিষেবা।

চলতি সপ্তাহ থেকে আগামী সপ্তাহের মধ্যে হাওড়া আরও দুই জোড়া বন্দেভারত এক্সপ্রেস ট্রেন পেতে চলেছে। যার মধ্যে রয়েছে ২২৩০৩ হাওড়া-গয়া বন্দে ভারত ও ২২৩০৪ গয়া-হাওড়া বন্দে ভারত। এই তিনটি ছাড়াও দেওঘর থেকে বারাণসী বন্দে ভারত একই সঙ্গে চালু হবে। রাজ্যে প্রথম বন্দে ভারত চালু হয়েছিল হাওড়া থেকে। সেটি হল হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। এরপর হাওড়া-পুরী এবং এনজিপি-গুয়াহাটি বন্দে ভারত চালু হয়। ট্রেনগুলি চালিয়ে অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছে বলে রেল কর্তৃপক্ষের দাবি। তাই এবার আরও বেশ কয়েকটি নতুন পথে বন্দে ভারত চালানোর এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

হাওড়া-রৌরকেল্লা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসটি হাওড়া থেকে ছাড়বে সকাল ছ'টার সময়। রৌরকেল্লা পৌঁছবে বেলা ১১.৫০ মিনিটে। সেখান থেকে দুপুর ১.৪০ মিনিটে ছেড়ে হাওড়া আসবে সন্ধ্যে ৭.৪০ মিনিটে। মাঝে মাত্র তিনটি স্টেশনে থামবে। মঙ্গলবার ছাড়া সপ্তাহের বাকি ছ'দিনই চলবে ট্রেনটি। কোন কোন রুটে চলে বন্দে ভারত? মূলত পড়শি রাজ্যগুলির সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতেই এই তিনটি সেমি হাই স্পিড ট্রেন চালু করা হচ্ছে। এখন হাওড়া থেকে চারটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চলছে। হাওড়া-এনজেপি, হাওড়া-পাটনা, হাওড়া-পুরী, হাওড়া-রাঁচি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। এই পর্যন্ত হাওড়া থেকে চালু হল সাতটি বন্দে ভারত।

টানা বৃষ্টি, জেলাশাসকদের সঙ্গে জরুরী বৈঠক মুখ্যসচিবের

নিজস্ব প্রতিবেদন: টানা বৃষ্টিতে অনেক জায়গায় জল জমেছে। কোথাও আবার বাড়ি ভেঙে পড়েছে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পরিস্থিতি নিয়ে রবিবার জরুরি বৈঠক করলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। জেলাশাসকদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি বৈঠক করেন তিনি। একইসঙ্গে জলমগ্ন এলাকাগুলিতে ত্রাণ বিলির নির্দেশ দেন মুখ্যসচিব। ডিভিসি জল ছাড়ায় জেলাশাসকদের বাড়তি নজর রাখতে বলেন। এছাড়াও একাধিক নির্দেশ দেন মুখ্যসচিব। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় টানা বৃষ্টি হচ্ছে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক এলাকা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার এবং কাকদ্বীপ মহকুমার নিচু এলাকাগুলো জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। জল জমেছে ধান জমি এবং সবজির বাগানেও। গত দুদিনের দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নামখানা ব্লক। ঝড়ের দাপটে একের পর এক কাঁচা বাড়ি ভেঙে যাওয়ার পাশাপাশি ছাউনি উড়ে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কাঁচা বাড়ি এবং দোকান। আবার হুগলিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক কিশোরের।

এদিন বিকেল ৫টা জেলাশাসকদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন মুখ্যসচিব। সেখানে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিকে তিনি সতর্ক করলেন। ২৬ হাজার কিউসেক হারে জল ছাড়ছে ডিভিসি। এর জেরে কোথাও বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে কি না, সেদিকে নজর রাখতে জেলাশাসকদের নির্দেশ দিলেন মুখ্যসচিব। জলমগ্ন এলাকাগুলিতে ত্রাণ বিলির নির্দেশ দিয়েছেন মনোজ পন্থ। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই ৫ হাজার ত্রিপল বিলি করা হয়েছে। বৃষ্টির জেরে যে বাড়িগুলি ভেঙে পড়েছে, তাদের অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও নির্দেশ দিলেন মুখ্যসচিব। পাশাপাশি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য জেলাশাসকদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। যেখানে জল জমছে, সেখানে পাম্প ব্যবহার করে জল বের করার নির্দেশ দিলেন। কোন কোন এলাকায় জল বাড়ছে, তা নিয়ে প্রতিনিয়ত নবান্নকে রিপোর্ট দিতে হবে।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৬ ই সেপ্টেম্বর, সোম বার। ৩০ শে ভাদ্র। ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যায় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খ ুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

দু'দিন পর ইস্তফা, ঘোষণা কেজরির

প্রথম পাতার পর

দু' বছর ধরে বিজেপি কেজরিওয়ালের পদত্যাগের দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু কেজরিওয়াল আমল দেননি। এণন নিলেন সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পাওয়ার পর। দাবি জানালেন, দ্রুত নির্বাচনের। স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে, তিনি চাইছেন সহানুভূতির হাওয়া ধরে রেণে ভোটে যেতে। জনগণের রায়ের ওপর ভরসা রাণতে।

দলীয় কর্মীদের কেজরিওয়াল বলেছেন, 'সর্বোচ্চ আদালতের কাছ থেকে ন্যায়বিচার পাওয়ার পর এবার আমি জনতার দরবারে হাজির হব। জনতার রায় চাইব। দিল্লির জনগণ চাইলে আবার আমি মুণ্যমন্ত্রী হব। তার আগে দলের নেতারা ঠিক করবেন, অন্তর্বর্তী সময়ে কে মুণ্যমন্ত্রী হবেন। সে জন্য দু'-একদিনের মধ্যেই পরিষদীয় দলের বৈঠক ডাকা হবে।'

পদত্যাগের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দলীয় কর্মীদের সভায় কেজরিওয়াল তুলোধনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর দলকে। তিনি বলেন, 'ব্রিটিশ সরকারের চেয়েও বড় স্বৈরতন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিরোধী মুণ্যমন্ত্রীদের হেনস্তার জন্য তাঁর সরকার সব করেছে। তাঁরা আমাকে জেলে পাঠিয়েছে। কর্ণাটকের মুণ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া, কেরলের মুণ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, ঝাড়ণণ্ডের মুণ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন, পশ্চিমবঙ্গের মুণ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে। এটা করেছে দল ভাঙাতে। বিধায়ক ভাঙাতে।'

কেজরিওয়াল বলেন, 'এটাই বিজেপির চাল। যেণানে সরকার গড়তে ব্যর্থ, সেণানে নির্বাচিত মুণ্যমন্ত্রীদের জেলে পাঠিয়ে সরকার দখল করতে চায়। সেই সুযোগ আমি ওদের দিইনি। তাই পদত্যাগ করিনি। দলও ভাঙেনি। আমি সবসময় চেয়েছি গণতন্ত্রকে বাঁচাতে। এণন করতে চাইছি জনগণের রায় মাথা পেতে নিতে।' কেজরিওয়ালের এই সিদ্ধান্ত নিশ্চিতই এক রাজনৈতিক 'মাস্টার স্ট্রোক'। কারণ, তিনি জানেন, সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পাওয়ার পর তাঁর প্রতি সহানুভূতির একটা হাওয়া বইছে। তবে সেই হাওয়া ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধরে রাণা কঠিন। দ্বিতীয়ত, বিজেপি তাঁর ইস্তফার দাবিতে অটল। এত দিন সেই সুযোগ না দিয়ে এণন পদত্যাগের সিদ্ধান্ত বিজেপির পালের হাওয়া কেড়ে নেবে। তৃতীয়ত, তাঁকে গ্রেপ্তার ও তদন্তের নামে ইডি, সিবিআই যা করেছে, সুপ্রিম কোর্ট তার তীব্র সমালোচনা করেছে। সেই মন্তব্য তাঁর প্রচারের কাজে আসবে। চতুর্থত, এই সিদ্ধান্ত দলকেও জোটবদ্ধ রাণতে সাহায্য করবে।

তা ছাড়া এই সিদ্ধান্ত আপ বা দিল্লি সরকারকে নতুন ভাবে কোনও অসুবিধের মধ্যে ফেলবে না। দিল্লি দেশের রাজধানী হওয়ায় পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পায়নি। হয়তো পাবেও না। তার ওপর আইন করে দিল্লির নির্বাচিত সরকারের চেয়ে ক্ষমতাবান করা হয়েছে উপরাজ্যপালকে। তাঁর অনুমতি ছাড়া কোনও সিদ্ধান্তই কার্যকর হয় না। মুণ্যমন্ত্রীর চেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী উপরাজ্যপাল। তার ওপর দিল্লির পুলিশ কেন্দ্রের অধীনে। দিল্লির জমি সংক্রান্ত সব সিদ্ধান্তও কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভর করে। গ্রেপ্তারের আগে মুণ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল নিজের হাতে কোনও দপ্তরও রাণেননি। বলতে গেলে তিনি ছিলেন নামেই মুণ্যমন্ত্রী। কাজেই মুণ্যমন্ত্রিত্ব ছাড়লেও, সরকারকে অসুবিধায় পড়তে হবে না। সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী কেজরিওয়াল দিল্লি সরকারের সচিবালয়ে যেতে পারবেন না। ফাইলে সই করতে পারবেন না। এত নিষেধাজ্ঞার মধ্যে কাজ করার চেয়ে পদত্যাগ করে জনতার রায় মাথা পেতে নেওয়ার কথা জানানোটা তিনি তাঁর পক্ষে সেরা মনে করেছেন। গত ১০ বছর ধরে দিল্লিতে লোকসভার একটি আসনও কেজরিওয়ালের দল জেতেনি। সব আসন রয়েছে বিজেপির দখলে। কিন্তু বিধানসভায় দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পেয়ে আপ রয়েছে ক্ষমতায়। এবারেও সাত লোকসভা আসন জিতেছে বিজেপি। কিন্তু আপ মনে করছে, বিধানসভায় তারাই বাজি মারবে। সেই জন্য এই পদক্ষেপ।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত একটি সাংবিধানিক প্রশ্নের জন্ম দিতে পারে। মুণ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের অর্থ মন্ত্রিসভার পদত্যাগ। এ ক্ষেত্রেও তেমনই হওয়ার কথা। কিন্তু কেজরিওয়াল বলেছেন, তাঁর জায়গায় অন্য কেউ মুণ্যমন্ত্রী হবেন। তার অর্থ পরিষদীয় দলের নেতৃত্ব ছেড়ে দেওয়া। সে ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয় না। মুণ্যমন্ত্রীর বদল ঘটে শুধু। এ ক্ষেত্রে কেজরিওয়াল কী করবেন সে দিকে তাই নজর থাকছে।

শিশির মঞ্চে কাব্যাঙ্গনের আবৃত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: যখন শহরের দিকে দিকে অভয়ার মৃত্যুর বিচার চাইছে জনগণ। তখনই শিশির মঞ্চে আয়োজন হয়েছিল রবীন্দ্র-নজরুল আবৃত্তি সন্ধ্যা। কাব্যাঙ্গন সংস্থার উদ্যোগে গত সোমবার সন্ধ্যায় আবৃত্তির সঙ্গে উপস্থাপিত হল একক ও সমবেত নৃত্য, কবিতা ও গান। কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রভাতী 'হে সর্বশক্তিমান', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'ভারত তীর্থ' কবিতা সমবেত আবৃত্তি দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। একক আবৃত্তি পরিবেশন করেন সংস্থার কর্ণধার সোমা কাঞ্জিলাল। শিশু নৃত্যশিল্পী হৈমন্তী বসু আগমনী নৃত্য নজর কাড়ে শ্রোতাদের। কবিতার কোলাজ ও গুণিজনদের সম্মাননা প্রদানে অনুষ্ঠান বেশ মোহময়ী রূপ নেয়। সঙ্গীত শিল্পী রাজর্ষি রায়, ডঃ দীপা দাস, কবি অনির্বান ঘোষ, বাচিক শিল্পী বিশ্বজিৎ মণ্ডল, মুন গুহ, বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপ সেনগুপ্ত প্রমুখ গুণিজনদের সম্মাননা দেওয়া হয় সংস্থার তরফে। কবিতার কোলাজ 'দাও ফিরে সে ছেলেবেলা' প্রশংসিত হয় দর্শকদের কাছে।

মুঠোফোনের যুগে যখন হারিয়ে যাচ্ছে ছোটবেলা তখন কচিকাচাদের নিয়ে একক আবৃত্তি, সমবেত আবৃত্তির আয়োজন করল কাব্যাঙ্গন। বিগত বেশ কয়েকবছর ধরেই কাব্যাঙ্গন এই অনুষ্ঠান ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে আসছে। আট থেকে আশি অনলাইন ও অফলাইন দুভাবেই আবৃত্তি প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন সংস্থার কর্ণধার সোমা কাঞ্জিলাল। আট থেকে আশি প্রায় কয়েকশো ছাত্রছাত্রী রয়েছে সংস্থার। দেখা গেল ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা রাখতে তাদের অভিভাবকরা অনেকে অংশগ্রহণ করেছেন অনুষ্ঠানে। এই উদ্যোগ সত্যিই সাধুবাদ না জানিয়ে পারা যায় না।

শিল্পীদের মাঝে কাব্যাঙ্গনের কর্ণধার সোমা কাঞ্জিলাল। - *–নিজস্ব চিত্র*

মানিকচকে বোমা-গুলি, ঢুন ব্লক কংগ্রেসি নেতা

প্রথম পাতার পর

এদিন এই ঘটনার পর অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মালদা- মানিকচক রাজ্য সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় কংগ্রেসিরা। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে চলে বিক্ষোভ অবরোধ। দলীয় নেতার ঢুনের ঢবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দক্ষিণ মালদার প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ আবু হাসেম ঢান চৌধুরী মানিকচকের প্রাক্তন বিধায়ক মুত্তাকিন আলম সহ দলীয় কর্মীরা। এরপরই ঘটনাস্থলে আসে মানিকচক থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ আবু হাসেম ঢান চৌধুরী বলেন, 'এর আগেও মানিকচকে বেশ কয়েকজন দলীয় নেতা কর্মীদের ঢুন করা হয়েছে। এরপর আবার সেই একই ঘটনা ঘটল। এই ঘটনার পিছনে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা জড়িত রয়েছে। পুলিশের কাছে দাবি করেছি হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। এণানকার লোকেরা অশান্তিতে আছে। এণন পার্টিগত বিষয় হয়ে গিয়েছে।' মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র বলেন, 'এটা কোনও রাজনৈতিক ঘটনা নয়। নিজেদের মধ্যে পুরনো একটি বিবাদ ঘিরে এই ঘটনাটি ঘটেছে। তবে যারাই এই হামলার ঘটনা সঙ্গে যুক্ত রয়েছে পুলিশ যাতে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে সেই দাবিও আমরা করেছি।'

ইস্টার্ন রেলওয়ে উইমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন রবিবার কলকাতার অরুণোদয় ঘোলেশাপুর স্কুল, বেহালায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় রচনা প্রতিযোগিতা ২০২৪-এর আয়োজন করে। এই বছরের প্রতিযোগিতাটি পূর্ব রেলওয়ে সদর দফতরের নন-গেজেটেড কর্মীদের ওয়ার্ডের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল।

'যৌন হেনস্থা' ধৃত ওয়ার্ড বয়

প্রথম পাতার পর

আরজি কর কাণ্ডের পর হাসপাতালে স্বাস্থ্য কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। জুনিয়র ডাক্তাররা যে পাঁচ দফা দাবি জানিয়েছেন, তার মধ্যে রয়েছে হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মী ও রোগী এবং রোগীর পরিজনদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। শহরের শিশু হাসপাতালে রোগীর পরিজনকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠার পর নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠল।

আরও তিন 'বন্দে ভারত' হাওড়ায়

প্রথম পাতার পর

এর পরেই রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'এই সুযোগ রাজ্য সরকার কতটা গ্রহণ করতে পারবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। রাজ্য সরকারের এনিয়ে আগ্রহ চোণে পড়ছে না।' চাহিদা এবং যাত্রী পরিষেবায় আরও স্বাচ্ছন্দ্য আনতে এবার হাওড়া থেকে আরও তিনটি বন্দে ভারত চালু করল রেল।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ৩০ ভাদ্র ১৪৩১ সোমবার

রবিতে শহর জুড়ে একাধিক মিছিল

ধর্মতলা থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত কলকাতার সকল বিদ্যালয়ের প্রাক্তণীদের প্রতিবাদ মিছিল

স্বাস্থ্য ভবনের সামনে জুনিয়র ডাক্তারদের অবস্থান বিক্ষোভ।

যাদবপুরে প্রতিবাদে পথে নামলনে অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্তারা।

বিধাননগরে জুনিয়র ডাক্তারদের মিছিলে পা মেলালেন শহরবাসীও।

সিবিআইয়ের নজরে এবার কেস ডায়েরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে জুনিয়র চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্যকর মোড়। এবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের গোয়েন্দাদের নজরে কেস ডায়েরি। শনিবারই টালা থানার অপসারিত ওসি অভিজিৎ মণ্ডল ও আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই।

শুধু তাই নয়, সিবিআই স্ক্যানারে বেশ কয়েকজন পুলিশ অফিসারও রয়েছেন বলে সূত্রের খবর। ধর্ষণ ও খুনের মামলায় প্রথম থেকেই তদন্তে দেরি করা হয়েছে বলে অভিযোগ ছিল সিবিআইয়ের।

এমনকি তদন্ত ভুল পথে চালনা করা ও সিবিআই তদন্তকারীদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগ ছিল টালা থানার বিরুদ্ধে।

প্রসঙ্গত, আরজি করের ঘটনায় প্রথম যখন একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছিল তারপরেই কেন স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করা হল না? শনিবারের জিজ্ঞাসাবাদে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। তারপরেই হেফাজতে নিয়ে এবার জেরা করার পালা। জেনারেল ডাইরিতেও একাধিক গরমিল রয়েছে বলে দাবি সিবিআইয়ের।

সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী বদলের সিদ্ধান্ত জুনিয়র ডাক্তারদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার শুনানি। তার আগে বড় সিদ্ধান্ত নিতে দেখা গেল জুনিয়র চিকিৎসকদের। আইনজীবী গীতা লুথরারে পরিবর্তে এবার সুপ্রিম কোর্টে জুনিয়র চিকিৎসকদের জন্য সওয়াল করবেন নতুন আইনজীবী ইন্দিরা জয় সিংহ।

সূত্রের খবর, শীর্ষ আদালতে গীতা লুথরার সওয়াল জবাবে সন্তুষ্ট ছিলেন না আন্দোলনকারীরা। তাঁদের বক্তব্য ছিল, প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে আন্দোলনকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিকমতো তুলে ধরা হচ্ছে না। গত সোমবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানি ছিল আরজি কর মামলার। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের ডিভিশন বেঞ্চে একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়ে রাজ্য। কিন্তু রাজ্যের তরফে আইনজীবী কপিল সিব্বল একটি বিষয়ে জোর সওয়াল করেন। জুনিয়র চিকিৎসকদের টানা কর্মবিরতিতে

সরকারি হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় গত সোমবার পর্যন্ত কত জনের মৃত্যু হয়েছে, সেই পরিসংখ্যান তুলে ধরেন তিনি। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা এই আন্দোলনের জেরে ব্যাহত হচ্ছে বলে আদালতে জোর সওয়াল করেন কপিল সিব্বল। এরপরই প্রধান বিচারপতি জানান, 'বিকাল ৫ টার মধ্যে চিকিৎসকরা কাজে যোগ দিলে, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না রাজ্য।' এর সঙ্গে প্রধান বিচারপতি এও জানান, 'যদি এর পরেও তাঁরা কাজে যোগ না দেন, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।'

কিন্তু রাজ্যের আইনজীবী যখন এই বিষয়টি নিয়ে সওয়াল করেন, সেদিনের শুনানিতে সে অর্থে সলিসিটর জেনারেলন তুষার মেহেতা কিংবা জুনিয়র চিকিৎসকদের আইনজীবী গীতা লুথরা সেভাবে কোনও পাল্টা যুক্তি খাড়া করতে পারেননি। এদিকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকেও। তিনি অবশ্য জানান, তিনি নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী। তাঁর এখানে সওয়াল করার এক্তিয়ার নেই।

গত দু'তিন দিনে জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ হয় প্রবল। নবান্নের সভাঘরের মিটিং ভেস্তে যাওয়ার পরও কালীঘাটে যখন আন্দোলনকারীদের ডেকে পাঠানো হয়েছিল, একটা আশার আলো তৈরি হয়েছিল। কিন্তু আন্দোলনকারীদের কথায় 'সব শর্ত মেনে নেওয়ার' পরও বৈঠক হয়নি। এর মধ্যে জুনিয়র চিকিৎসকদের কাজে ফেরানোর জন্য পাল্টা কৌশল নেয় স্বাস্থ্য ভবনও। সময় সীমা বেঁধে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রেও। এর পাশাপাশি একাধিকবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীকে আন্দোলনকারীদের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশও স্মরণ করিয়ে দিতে দেখা যায়। এই পরিস্থিতিতে আগামী মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে রাজ্য কী অবস্থান নেয়, তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। আবার জুনিয়র চিকিৎসকরা কাজে যোগ না দেওয়ার পর সুপ্রিম কোর্ট কী নির্দেশ দেয় সেটাও দেখার।

ব্রিকস সম্মেলনে কেন্দ্রের সম্মতি না মেলায় যেতে পারছেন না ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বিদেশ যাত্রার অনুমতি বাতিল করল কেন্দ্র। আসন্ন ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য মস্কোর মেয়রের তরফে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কিন্তু কেন্দ্রের অনুমতি না মেলায় এ যাত্রায় মস্কো যাওয়া হচ্ছে না ফিরহাদের।

আগামী ১৭ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর রাশিয়া সফরের কথা ছিল। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, দেশের একমাত্র কলকাতার মেয়রই আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। তবে এই সম্মেলন যোগ দিতে যাচ্ছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সূত্রে খবরও মিলছে, সম্মেলনের ফাঁকে পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। ব্রিকসের সদস্য দেশ হিসেবে সম্মেলনে হাজির থাকবেন ব্রাজিল, চিন, দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্র প্রধানরা।

বস্তুত, এই ধরনের কোনও আমন্ত্রণ এলে রাজ্য ও কেন্দ্রের ছাড়পত্র থাকা জরুরি। প্রথমে মুখ

ম্যমন্ত্রীর দফতরের সবুজ সঙ্কেত প্রয়োজন। তা যদিও পেয়ে গিয়েছিলেন ববি। অপরদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ফরেন ব্রাঞ্চের (এফসিআরএ) অনুমতি দরকার হয়। অমিত শাহর মন্ত্রকও দিয়েছিল গ্রিন সিগন্যাল। এরপর চূড়ান্ত অনুমতি নেওয়ার সময়ই আটকে যায় বিষয়টি। কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক অর্থাৎ এস জয়শঙ্করের মন্ত্রক তা দিতে অস্বীকার করে।

নবান্নের এক আমলা জানিয়েছেন, সরকারি কাজের জন্য নরেন্দ্র মোদি একাধিকবার বঙ্গে এসেছেন। প্রোটোকল হিসেবে তাঁকে স্বাগত বা বিদায় জানাতে বিমানবন্দরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা গিয়েছে ফিরহাদকে। শুধু তাই নয়, বিজেপি বিরোধী মুখ হিসাবে পরিচিতি রয়েছে ফিরহাদ হাকিম। আর এখানেই বঙ্গের আমলা মহলে প্রশ্ন উঠেছে যে, তাহলে কি বিজেপি বিরোধিতার সক্রিয় মুখ হয়ে ওঠায় মেয়রকে মস্কো যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হল না? পাশাপাশি এও দাবি করা হচ্ছে, মূল সম্মেলনে বা তার বাইরে কোনও ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করতে পারেন বাংলার এই প্রতিনিধি। সেই আশঙ্কা থেকেই পুরমন্ত্রীর বিদেশযাত্রা বাতিল করল দিল্লি। অপরদিকে, রাজ্য প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, ববির এই যাত্রা বাতিল জোড়াফুল ভার্সেস পদ্মফুল সংঘাতই প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল বলে মনে করছে রাজ্য প্রশাসনের একটা বড় অংশ।

কলতানের গ্রেপ্তারিতে ফুঁসছে বামেরা, মঙ্গলবারে রিট পিটিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলতানের গ্রেপ্তারিতে ফুঁসছে বামেরা। বাম শিবির সূত্রে খবর, মঙ্গলবার কলতান দাশগুপ্তের বিষয়ে রিট পিটিশন দাখিল করা হবে। ইতিমধ্যেই আইনজীবীদের টিম প্রস্তুত করেছে সিপিআইএম। সোমবার ছুটি থাকার কারণে মঙ্গলবার রিট পিটিশন করা হবে। শনিবার রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন সিপিআইএমের বিভিন্ন স্তরের নেতা কর্মী সমর্থকরা।

রবিবারও সেই কর্মসূচি অব্যাহত ছিল।

একইসঙ্গে রবিবার শ্যামবাজারের অবস্থান মঞ্চে সভা ছিল সিপিআইএমের ছাত্র যুব মহিলাদের। সেখানেও কলতান দাশগুপ্ত ইস্যুতে সুর চড়াতে দেখা যায় তাঁদের। তবে শুধুমাত্র কলতান দাশগুপ্তের গ্রেপ্তারি নিয়ে সুর চড়ালে আম জনতার কাছে ভুল বার্তা যেতে পারে বলে মনে করছেন বাম শিবিরের অনেক নেতাই। সে কারণেই আরজি কর কাণ্ডে আন্দোলনের ঝাঁঝ আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সোজা কথায় অন্য সব ইস্যুর সঙ্গেই কলতানকে ফাঁসানো হয়েছে এভাবেই আপাতত আন্দোলনের রূপরেখা স্থির করেছে সিপিআইএম।

সেইসঙ্গে তাঁরা নজরে রাখছেন জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলন কোন পথে যাচ্ছে। সেই অনুসারে কলতান দাশগুপ্ত গ্রেপ্তারি নিয়ে আন্দোলন স্থির করবেন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের শীর্ষ নেতারা। আইনি পথে এবং রাস্তার আন্দোলন দুইভাবেই দলের যুব সংগঠনের নেতা কলতান দাশগুপ্তের পাশে থাকবেন বলে দাবি সিপিআইএমের। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই একটি বিস্ফোরক অডিও ক্লিপ সামনে আনেন কুণাল। অভিযোগ, জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন মঞ্চে হামলার ছক কষা হয়েছিল। শোনা যায় দুই ব্যক্তির কণ্ঠ। তাঁদের পরিচয় নিয়ে বাড়ে চাপানউতোর। এরইমধ্যে সঞ্জীব দাস নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তারপরই গ্রেফতার করা হয় কলতানকে।

শনিবারের বৈঠক ভেস্তে যাওয়া নিয়ে বিস্ফোরক পোস্ট কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার ভেস্তে যায় কালীঘাটের বৈঠক। এই পরিস্থিতিতে রবিবার সকালে বিস্ফোরক পোস্ট করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। 'ষড়যন্ত্রের' অভিযোগ উস্কে দিয়ে কুণাল ঘোষ তাঁর পোস্টে জানান, 'এই অডিয়ো কারোর টেলিফোন কথন নয়। এটি ওঁদের মঞ্চে নিজেদের বৈঠকের আলোচনা।' অডিয়ো-র কথোপকথনে বোঝা যাচ্ছে, আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নিয়ে দুটো দলে বিভক্ত চিকিৎসকরা। এক পক্ষ আন্দোলন জিইয়ে রাখতে চাইছেন। আরেক পক্ষ বিষয়টি মিটিয়ে নিতে চাইছে। কুণাল ঘোষ এই বিষয়টিকেই হাতিয়ার করেছে। যদিও কুণালের পোস্ট করা অডিয়ো সম্পর্কে আন্দোলনকারী এক জুনিয়র চিকিৎসক বলেন, 'আমরা যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিশ্চই নেব। আমরা আবার জিবি মিটিং অর্থাৎ জেনারেল বডি মিটিং করব।

কুণাল ঘোষ কোথা থেকে এই অডিয়ো পেলেন, আমার জানা নেই। আমার কথা হচ্ছে, যেখানে এতগুলো মানুষ রয়েছে, সেখানে মতের অমিল তো হবেই।' এই প্রথম নয়, জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলন নিয়ে এর আগেও একাধিক বিস্ফোরক পোস্ট করেছেন কুণাল। বুধবার রাতে এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন তিনি। তাতে দেখা যায় হাল্কা হলুদ রংয়ের পোশাক পরে এক মহিলা সল্টলেকের স্বাস্থ্য ভবনের সামনে জুনিয়র ডাক্তারদের অবস্থানে রয়েছেন। কুণাল প্রশ্ন তোলেন, 'এটা কোথাকার ছবি? ইনি কে? সোশ্যাল মিডিয়ায় যা ঘুরছে, তা কি ঠিক? ইনি যদি তিনি হন, তা হলে ইনি এখানে কেন? ইনি এলেন, না ডাকা হল? ডাকা হলে কেন হল? যদি কেউ স্পষ্ট করে ঘটনাস্থল এবং চরিত্রগুলি জানাতে পারেন, পোস্ট করবেন প্লিজ। আমি কনফিউজড।' এর নবান্নে আন্দোলনকারীদের উপর হামলা চালানোর চক্রান্তের অডিও প্রকাশ্যে এনেছিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তারপরই বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট হালতু থেকে একজনকে গ্রেফতার করে। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, 'অডিয়ো নিয়ে আমাকে বিশেষণ-সহ গাল দিয়েছেন দেখ লাম। অডিয়ো আপনাদের অনেকের কাছেই ছিল, সেখান থেকে লিক।'

যাত্রী অসুস্থ হওয়ায় উড়ানে দেরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লিগামী বিমান রান বে-তে ওঠার মুখে এক যাত্রী শারীরিক অসুস্থতা বোধ করায় ফিরে আসতে হল এক বিমানকে। পরে অসুস্থ যাত্রীকে বিমান থেকে নামিয়ে গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা দিল বিমানটি। শনিবার বিকেলে দমদম বিমানবন্দর থেকে দিল্লিগামী ভিস্তারার ইউকে ৭৭৮ বিমানটি ১৬৫ জন যাত্রী ও ৬ জন কেবিন ক্রু নিয়ে বে থেকে ট্যাক্সি বে হয়ে রান বে-তে যাচ্ছিল। আচমকা প্রতীক ভাট নামে এক যাত্রী শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করেন। বিমানে থাকা ক্রেবিন ক্রু দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ওই যাত্রীর পাশের সিটে বসা অন্য এক যাত্রী। সঙ্গে সঙ্গে কেবিন ক্রু পাইলটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পাইলট কলকাতা বিমানবন্দরে এটিসির সঙ্গে যোগাযোগ করে বিমানটিকে বে-তে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুমতি চান। অনুমতি পাওয়ার পর বিমানটিকে ৩১ নম্বর পেতে পার্ক করানো হয়। বিমানের মধ্যে থাকা ওই যাত্রীকে বিমান থেকে নিচে নামিয়ে নিয়ে আসা হয়, বিমানবন্দরের ডাক্তারেরা প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। দীর্ঘদিন ধরে ওই যাত্রী রোগে ভুগছিলেন, শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ওই যাত্রীকে নিকটবর্তী বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বিকেল ৪টা ৩৭ মিনিট নাগাদ ১৬৪ জন যাত্রী এবং ৬ জন কেবিন ক্রু-কে নিয়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় বিমানটি।

দিন চারেক আগে দমদম বিমানবন্দরে এক যাত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মেঝেতে পড়ে গিয়েছিলেন। চিৎকার চেঁচামেচিতে ছুটে আসেন সকলে। খবর দেওয়া হয় বিমানবন্দরে নিযুক্ত মেডিক্যাল টিমকেও। তারাই প্রাথমিক চিকিৎসা করে। পরে ওই যাত্রী হায়দরাবাদগামী বিমানে রওনা দিয়েছিলেন।

সঠিক তদন্ত হলে রাঘববোয়ালরা গ্রেপ্তার হবেন, দাবি দেবদূতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার বিচার চেয়ে নৈহাটিতে বিভিন্ন স্কুলের প্রাক্তনীরা গত ৮ সেপ্টেম্বর মিছিল করেছিলেন। রামকৃষ্ণ মোড়ের কিছুটা আগে সেই মিছিলে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে শাসকদলের লোকজনের বিরুদ্ধে। সেদিন আক্রান্ত হয়েছিলেন চিকিৎসক থেকে শুরু করে শিক্ষক ও স্কুলের প্রাক্তনীরা। সেই হামলার প্রতিবাদে রবিবার বিকেলে নৈহাটিতে নাগরিক সমাজের ব্যানারে মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল। নৈহাটি ফেরিঘাটের কাছ থেকে মিছিল শুরু হয়ে সেই রামকৃষ্ণ মোড়ে মিছিল শেষ হয়। উক্ত মিছিলে চিকিৎসক, শিক্ষক থেকে শুরু করে নাট্যকার, শিল্পী এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষজন সমবেত হয়েছিলেন। মিছিলে হাজির ছিলেন অভিনেতা তথা বাম নেতা দেবদূত ঘোষ, বাম নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্ট জনেরা। মিছিলে যোগ দিয়ে

অভিনেতা দেবদূত ঘোষ বলেন, 'সঠিকভাবে তদন্ত হলে রাঘববোয়ালরা গ্রেপ্তার হবেন।' তাছাড়া সিবিআই ঠিকমতো তদন্ত করলে 'সরদা ও নারদা কান্ড-সহ নিয়োগ ও রেশন দুর্নীতিতে জড়িত বড় মাথারাও জেলে যাবে।' অপরদিকে চিকিৎসক তমোনাশ চৌধুরী বলেন, 'টালা থানার ওসির গ্রেপ্তারি প্রমাণ করে পুলিশ প্রশাসনের একটা অংশ এই খুনের ঘটনায় জড়িত। পাশাপাশি সন্দীপ ঘোষের গ্রেপ্তারি প্রমাণ করে স্বাস্থ্য দপ্তরের একটা অংশ এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। এখন মাথা কতদূর পৌঁছয়, সেটাই দেখার।

সাইবার ক্রাইমের শিকার ডোনা গাঙ্গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের সাইবার ক্রাইমের শিকার সৌরভ জায়া ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়। মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে শনিবার ফের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হল তাঁর। যদিও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ডোনার তরফে কোনও বিবৃতি পাওয়া যায়নি। তবে বার বার এভাবে সাইবার ক্রাইমের শিকার হওয়ায় উদ্বিগ্ন নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের ভক্তরা। শনিবার রাতে ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের অফিসিয়াল ফেসবুক অ্যাকাউন্টে তাঁর প্রোফাইলে দেখা যায় অন্য এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের ছবি। পাশাপাশি ইংরেজি হরফে বিদেশি ভাষায় আসতে থাকে একের পর এক বার্তা। যার একটিতে ইরাকের রাজধানী বাগদাদের উল্লেখ করা হয়। মধ্যরাতে নৃত্যশিল্পীর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এমন অজ্ঞাত ভাষায় একাধিক পোস্ট দেখে সকলেই বুঝতে পারেন হ্যাক হয়েছে ডোনার অ্যাকাউন্ট।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ২৮ জুন ইনস্টাগ্রামে নিজের ফেসবুক হ্যাক হওয়ার কথা জানিয়েছিলেন ডোনা। ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল থেকে নিজের ফেসবুক প্রোফাইলটির স্ক্রিনশট

শেয়ার করে তিনি লিখেছিলেন, 'এই অ্যাকাউন্টটি আমার আয়ত্তে নেই। হ্যাক করা হয়েছে। এর কোনও অ্যাক্টিভিটির সঙ্গেই আমার যোগ নেই। সুতরাং সকলে সতর্ক থাকবেন।' সেই পোস্টের নিচে আবার রসিকতা করতে দেখা গিয়েছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে তিনি লিখে ছিলেন, 'যাক বাবা, কয়েকদিনের জন্য অন্তত রেহাই।'

এর আগে ২০২২ সালেও একই রকম ঘটনার সাক্ষী থেকে ছিলেন সৌরভপত্নী। সেই সময় অবশ্য তাঁর নামে একটি ভুয়ো প্রোফাইল খোলা হয়। এ ঘটনায় পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন গঙ্গোপাধ্যায় দম্পতি।

সম্পাদকীয়

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রাজনীতিতে বিতর্কিত নায়ক হয়েই থাকবেন

ব্যক্তিগত জীবনে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছিলেন সৎ, নির্লোভ এবং ন্যূনতম আড়ম্বরহীন এক মানুষ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সমস্ত সুযোগসুবিধার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভোগী হয়ে ওঠেননি। স্বল্পবাক মানুষদের অনেকেই ভুল বোঝেন। তাই অনেকেই ভাবতেন, তিনি দাম্ভিক। কিন্তু সাদা ধুতি, পাঞ্জাবি পরিহিত এই মানুষটি ছিলেন বিবেকবান এবং আপাদমস্তক ভদ্রলোক, সুস্থ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। রবীন্দ্রনাথ যেমন ছিলেন তাঁর প্রিয় লেখক, সেই রকম মার্ক্স, এঙ্গেলস, শেক্সপিয়র, লেনিন, কাফকার বই ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। পাম অ্যাভিনিউয়ের অতি সাধারণ সরকারি আবাসনে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি কাটিয়েছেন। খুপরি খুপরি দু'টি ঘর, তারও আবার বেশির ভাগটাই বইয়ে ঠাসা। রবীন্দ্রসদন বাদ দিলে সংস্কৃতি চর্চার যে পরিকাঠামো আজ পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়, তা গড়ে উঠেছে বামফ্রন্টের আমলেই। ভূমিসংস্কার, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার প্রসার বামফ্রন্টের আমলেই হয়েছে। কিন্তু ভারতের মতো বহু ভাষা, বহু ধর্ম ও বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত দেশে কোনও তত্ত্বই চোখ বন্ধ করে প্রয়োগ করা যায় না। নব্বইয়ের দশকে উদারীকরণের আবহাওয়ায়, বামপন্থীদের মার্ক্সীয় তত্ত্ব তাই দিগ্ ভ্রান্ত হয়ে পড়ল। এক সময় যাঁরা ছিলেন গরিব, খেটেখাওয়া মানুষদের আপনজন, তাঁরাই মুক্তির উপায় হিসাবে পুঁজিবাদকে আঁকড়ে ধরে নিম্নবিত্ত মানুষদের থেকে দূরে সরে যান। তোলাবাজি ও প্রোমোটার রাজও শুরু হয় বামফ্রন্টের আমলেই। তাই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বিতর্কিত নায়ক হয়ে থেকে যাবেন।

শব্দবাণ-৪৬

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২.অধীত পাঠের আলোচনা ৩. কোনো চলতি বা ঘটমান বিষয়ের তাৎক্ষণিক বিবরণ ৬. প্রাইভেট সেক্রেটারি ৭. ধূপকাঠি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. — বন্ধু হে আমার ২. পশ্চাদ্ধাবন ৪. বংশানুক্রমে দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের সংক্রমণ ৫. বিবিধ।

সমাধান: শব্দবাণ-৪৫

পাশাপাশি: ১. কাপড় ২. ভবন ৫. বচন ৮. রন্ধন ৯. গলদ।

উপর-নীচ: ১. কার্তিক ৩. নকল ৪. লোচন ৬.উত্তর ৭. সম্পদ।

জন্মদিন

আজকের দিন

পি এস চিদাম্বরম

১৯১৪ ভারতের প্রাক্তন উপ প্রধানমন্ত্রী দেবীলালের জন্মদিন।
১৯১৬ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী এম এস শুভলক্ষ্মীর জন্মদিন।
১৯৪৫ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পি এস চিদাম্বরমের জন্মদিন।

হাসিনা আউট — ইউনুস ইন তারপর... !

সৌভিক বিশ্বাস, সুপ্রকাশ বিশ্বাস

চেয়েছিলেন বাংলাদেশ ছাড়বার আগে জাতির জন্য ভাষণ রেকর্ড করতে কিন্তু সে সুযোগ হয়নি। নিরাপত্তার অজুহাতে তা করতে দেয়নি সেনা। তখন ঢাকার রাস্তায় কাতারে কাতারে ছাত্র,জনতা এগিয়ে আসছে গণভবনের দিকে। তাই তড়িঘড়ি বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর কপ্টারে হাসিনা ও রেহানা বাংলাদেশের আকাশ সীমা ছেড়ে ত্রিপুরা, কলকাতা হয়ে উত্তরপ্রদেশের বিমানবাহিনীর গোপন আস্তানায় রাজনৈতিক আশ্রয় নেন। পরবর্তীতে ভারতের বিদেশমন্ত্রী সংসদের দুই কক্ষে সামগ্রিক বিষয়টি বর্ণনা করেন এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলার ঘটনায় দিল্লী যে নজর রাখছে সেটাও স্পষ্ট করেন। এবার প্রশ্ন, কেন ঘটলো এমন ঘটনা? গত ১৬ বছর ধরে দেশ যেন এক লোহার খাঁচার মধ্যে ছিল। এতদিনের জমে থাকা ক্ষোভ, একদলীয় হাসিনাতন্ত্র, দুর্নীতি জন্ম দেয় 'মার্চ টু ঢাকা' অভিযানের। আগষ্ট মাসের তিন তারিখ সেনাবাহিনী একটি পৃথক বৈঠক করে এবং তাতে কিছুটা আন্দাজ করা গেলেও পুরোটা যায়নি। আরো বেশী অনুঘটকের কাজ করে ছাত্র এবং শিশু মৃত্যু। কোটাকে সামনে রেখে চলতে থাকে হাসিনাকে গদি থেকে সরানোর কাজ। শেষ নির্বাচনে হাসিনাকে ওয়াশিংটন জানিয়ে দেয় তারা যদি সেন্ট মার্টিন দ্বীপে আমেরিকান নৌ ঘাঁটি করতে দেয় তাহলে আপনাদের কোন কিছু নিয়েই আমাদের কোন সমস্যা নেই এবং আগামীতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে আমেরিকা হাসিনা এবং বাংলাদেশকে সমর্থন করবে বলে ওয়াশিংটনের প্রতিনিধি ডোনাল্ড লু জানান। শেখ হাসিনা সে প্রস্তাব খারিজ করে দেন রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা ও বঙ্গোপসাগরীয় নিরাপত্তাকে মাথায় রেখে। ফলে আমেরিকার দখলদারি বাঁধা পায়। এখান থেকেই শুরু হলো পাঁচই আগস্টের পরিকল্পনা। যাকে বলা যায় টার্নিং পয়েন্ট। শেষ মুহূর্তে জামাতকে নিষিদ্ধ ঘোষনা আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করে। ষোলো বছর ক্ষমতায় থেকে জামাতকে বাড়তে দিয়ে শেষ মুহূর্তে বজ্র আঁটুনি যে ফস্কাগেঁড়োয় পরিণত হয়েছে তা হয়তো তিনি নিজেও বুঝতে পারছিলেন। উনিশশো একাত্তর সালের পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন গতিতে বিভিন্ন রূপে আইএসআই সিআইএ যৌথ জোট গোপন কাজকর্ম বা Secret Operation চালিয়ে গিয়েছে নিত্যনতুন কৌশলে। যা অনেক সময়ে বোঝা যায়নি কিন্তু পরবর্তীতে যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ শেখ মুজিব বাংলাদেশের ক্ষমতায় বসার পর তাজুউদ্দিন আহমেদকে সরিয়ে পাকিস্তানপন্থী খন্দকার মোস্তাক আহমেদকে বসান, মুজিবকে সতর্ক করলেও তিনি শোনেননি। এর মূল্য দিতে হলো উনিশশো পচাত্তর সালের পনেরো আগষ্ট। বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে তিনিও হাজারো দোষযুক্ত,যদিও সেটিকে বিশ্লেষণ করা এই লেখার মূল উদ্দেশ্য নয়। খুব ছোট করে বললে সংবাদপত্রের উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ, নির্বাচনে লুঠ, দুর্নীতি অন্যতম। আমেরিকার অর্থায়নে আইএসআই এর সাহায্যে দীর্ঘসময় ধরে বাংলাদেশের বিরাট অংশের জনমানুষকে ক্রমাগত ধীর গতিতে উগ্র র‍্যাডিক্যাল ইসলামিক দর্শন ও ভারত বিরোধী মানসিকতার যে পাঠ দেওয়া হয়েছে সেটির সুমিষ্ট ফল এখন প্রকাশ্যে।মজার বিষয়, আওয়ামী লীগের একটি বড় অংশকেও জামাত প্রাভাবিত করতে সফল হয়েছিল। গত ষোলোই আগষ্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ইউনুসকে ফোনে হিন্দু ও অন্য সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার কথা জানিয়েছেন। গত সাত সেপ্টেম্বর সেনা পুলিশের সামনে উৎসব মণ্ডলের আক্রমণ তার দুটি দৃষ্টি ফিরে আসার সম্ভবনা নেই বললেই চলে। আসলে এগুলো নির্দেশ করে ওদেশে হিন্দু সম্প্রদায়েৎ ভবিষ্যত কি ! এবার নবতম সংযোজন জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তন। ব্রিগেডিয়ার আমান আজমি দাবী তুলেছেন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তনের। যদিও ধর্ম উপদেষ্টা জনিয়েছেন বিতর্ক সৃষ্টি হয় এমন কোন কাজ তাদের সরকার করবে না। তবে আজ নাহয় কাল পরিবর্তন হবেই। বিরাট অংশের আলেম, উলেমা,শিক্ষক,অধ্যাপক এবং ছাত্র জনতার দাবী একটি - জাতীয় সঙ্গীতের পরিবর্তন চাই। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় তাই স্বাধীন বাংলাদেশে এই গান অযৌক্তিক। অন্যদিকে গত মাসের ছাব্বিশে আগষ্ট আই.এস প্রভাবিত জঙ্গিগোষ্ঠী আনসারুল্লা বাংলা টিমের মাথা জসিমুদ্দিন রহমানি মুক্তি পেয়েছে। প্রকাশ্যে খিলাফতি বাংলাদেশের জন্য লিফলেট বিলি করছে হিজবুত তাহরীর। এদিকে যতদিন যাচ্ছে অন্তবর্তীকালীন সরকারের মেয়াদ নিয়ে প্রশ্ন করছে বিএনপি। সরকারের সময়কাল নিয়েও তারাও দ্বিধাগ্রস্ত। তার সাথে পাঁচদলীয় ইসলামী জোট গঠন প্রায় সম্পন্ন। সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। সেনার অবস্থান কি হবে সেটাও দেখার। পূর্ব দিগণ্তে সূর্যের রং কি হবে তা বঙ্গোপসাগরের জলেই স্পষ্ট হবে বলে আশা করা যায়।

১৯৭৫ সালের পর থেকে রাজাকারেরা বাংলাদেশের মাটিতে যে ভারত বিদ্বেষী চারা গাছটি পুতেছিলেন তা ফলন হিসাবে দিয়েছে পাঁচই আগষ্টের হাসিনার বিদায় অথবা ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক। এর সাথে যোগ হয়েছে ডম্বুর বাঁধের জল সংক্রান্ত ক্রমাগত একপেশে প্রচার। বাংলাদেশ খাতায় কলমে গনতন্ত্র হলে গুণমানে উন্নত নয়, ফলে সম্পূর্ণ গনতন্ত্রের মর্যাদা লাভ করতে পারেনি। সময়টা ঠাণ্ডা যুদ্ধের, পাকিস্তান সরাসরি আমেরিকার দলে। ভারত নির্দল হবার অঙ্গীকার করেও সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে ঝুঁকে। পূর্ব দিকের উদ্বাস্তু ঢল এবং সীমানা পাক বিপদ মুক্ত করতে ভারতের সেনা ইস্টার্ন কমান্ড থেকে পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ পরিচালনা করে। কয়েক লক্ষ বাঙালির প্রাণ, মান, সম্মানের বিনিময়ে জন্ম নিয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। দেশভাগের পর এটি সব চেয়ে বড় অভিবাসন (migration)। আজ নানা দেশে বহু সংগঠন লড়াই করছে গাজায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কিন্তু ১৯৭১ সালে গণহত্যা নিয়ে কেউ আওয়াজ তোলেনি। পশ্চিমীদুনিয়া আজও এই গনহত্যাকে মান্যতা দিতে চায়না। একে মান্যতা দেওয়ার অর্থ ঠাণ্ডা যুদ্ধে র সময় এই ঘটনা তাদের মদতেই যে হয়েছিল সেটা আবারও প্রমাণিত হবে। জামাতের স্বপ্ন ইসলামিক 'বাংলাস্থান'। যা তৈরী হবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, নর্থ ইস্টের রাজ্যগুলি কে নিয়ে। খালিদা জিয়া যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি ভারত বিরোধী ULFA কে স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে আখ্যা দিয়েছিলেন এবং ভারত সরকারের বহু আবেদনের পরে ও তিনি বাংলাদেশের মাটিতে ভারত বিরোধী সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে তিনি কোনরূপ পদক্ষেপ নেননি। তাঁর স্বামী জেনারেল জি য়াউর রহমান , যিনি ক্যুয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্ষমতা দখল করেছিলেন। পাকপন্থী, ভারত বিরোধী। বর্তমানে এশিয়া ও বিশ্বব্যাপী ভারতের বিদেশনীতির মূল চাবিকাঠি হল 'soft diplomacy' যার মাধ্যমে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপন করা। ১৯৭১ এর লড়াই ভারত ও বাঙলাদেশের মধ্যে সম্পর্কের জন্ম দিয়েছিল এবং যার ফলে রূপ পেয়েছে তিন- বিঘা করিডর , ইন্দো-বাংলা এনক্লেভ, নিউ মুর দ্বীপ, গঙ্গা ও তিস্তা জল বিভাজন। হাসিনার সময় কালে ২০১৫ সালে দুই দেশের মধ্যে LBA চুক্তি স্বাক্ষর হলেও ভারত সরকার সম্পূর্ণ বর্ডারে ফেন্সিং এছাড়াও শিলিগুড়ি করিডর নিয়ে ভারতের মধ্যে যে আশঙ্কা রয়েছে চিনের বিরুদ্ধে সে বিষয়ে বাংলাদেশের আপাতত কিছু করার নেই। কিন্তু বে-আইনি অভিবাসন, উগ্র মৌলবাদী কার্যকলাপ ভারতের নিরাপত্তার পক্ষ্যে খুবই বিপদজনক। কক্স বাজারের দক্ষিণে অবস্থিত সেন্ট মার্টিন দ্বীপ। এই দ্বীপ থেকে ভারত, চিন এবং মাল্লাকায় নজর রাখতে চায় আমেরিকা। মিয়ানমারের সরকারের সাথে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর লড়াই ফলে বাংলাদেশের তীরবর্তী অঞ্চলে রাখাইন অঞ্চল নিয়ে বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারে র সাথে সংঘর্ষের ধারনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিশেষজ্ঞরা। মঙ্গলা বন্দরে ভারতের কয়েকশো মিলিয়ন ডলারের বিনিযোগ রয়েছে। কারন এই রকম পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অর্থের প্রয়োজন, চিন শ্রীলঙ্কা মডেলে দিতে রাজি। বাংলাদেশ যতই ভারত বিরোধিতা করুক, ভারত ছাড়া তাদের উপায় নেই। শুধু ইলিশ কূটনীতির মাপকাঠি নয়। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মহলে সরকার বিরোধী এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শেখ হাসিনাকে ওয়ার ক্রিমি নাল সাব্যস্ত করতে মামলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। ভারতে থেকে হাসিনাকে গ্রেপ্তার করে , হাসি নাকে আইনি পথে সাজা দিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈ তিক ক্ষমতা দখল করতে চায় বি এনপি এবং জামাত এ ইসলামী। একটি অংশ চায় বিকল্প ব্যবস্থা। ছাত্র জনতার নতুন দল। কিন্তু ভারত হয়ত তাঁর আগেই হাসিনা কে অন্য দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দিতে পারে। আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগা উচিত নয় কেন ভারত হাসিনাকে ফেরত দিচ্ছে না, আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগা উচিত এই পরিস্থিতিতে আমরা কি ভাবে নিজেদের স্বার্থটাকে রক্ষা করবো। রাজনীতিবিদ হিসাবে যদি হাসিনা কাম ব্যাক করেন তাহলে সেটাই হবে ভারতের মাস্টার স্ট্রোক জিহাদীর বিরুদ্ধে।

সাহিত্যপিপাসু বিপ্লবী বাঘা যতীন

এস ডি সুব্রত

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যার আসল নাম তিনি বাঘা যতীন নামে সমধিক পরিচিত । তিনি ছিলেন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন আমলের একজন সরকারি চাকুরিজীবী। তিনি ছিলেন সরাসরি সহিংস বিপ্লবী। তার বিপ্লবের মধ্যে ছিল গেরিলা হামলা, ছিল বোমাবর্ষণ, ছিল গুপ্তহত্যা ইত্যাদি। মহাত্মা গান্ধীজির অসহিংস আন্দোলনের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের এর সহিংস আন্দোলনের ঐক্য না ঘটলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে মুক্তি পাওয়া আমাদের জন্যে দুরহ হতো নিঃসন্দেহে। বাঘা যতীন তাঁর চাকুরিজীবনের মধ্যদিয়েই নানাধরনের গুপ্ত সমিতি গড়ে তুলতে শুরু করেছিলেন। যেসকল গুপ্ত সমিতিতে তিনি ও তার অন্যান্য সহযোগীরা নানামুখী সহিংস কর্মকাণ্ড অনুশীলন করতেন। সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল একটাই, সেটা হলো ভারতবর্ষ থেকে আধিপত্যবাদী নিষ্ঠুরপ্রাণ ব্রিটিশদেরতে তাড়িয়ে স্বাধীন স্বপ্ন ভূমি প্রতিষ্ঠা করা।

যতিন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের নামের সাথে জড়িয়ে আছে বিপ্লবী শব্দটি ওতোপ্রতভাবে। বিপ্লবী বললেই বাঘা যতীনের নাম চলে আসে। কিন্তু তাঁর এই বিপ্লবী মনের ভেতর ছিল সাহিত্য প্রেম। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ছিল একটি সাহিত্যপিপাসু মন। আন্দোলনের কুলকিনারাহীন সময়গুলোতে তিনি সাহিত্যের মধ্যে অনেক কিছুই খুঁজে নিতেন। ডুবে যেতেন সাহিত্যের মাঝে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং রচনাপত্র ছিল বাঘা যতীনের খুব প্রিয় বিষয়। বাঘা যতীনের বাড়ি কুষ্টিয়া জেলার কয়াগ্রামে। মাঝেমধ্যেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়াগ্রামে আসতেন। বাঘা যতীনের স্ত্রী ছিলেন ইন্দুবালা দেবী। তাঁর বাবা উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এবং মায়ের নাম শরৎশশী দেবী। কয়াগ্রামে 'নবজাগরণ' নামের একটি সভা বসত। সেই সভাতে যোগ দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ কয়াগ্রামে যেতেন। বাঘা যতীনের জীবনে এই 'নবজাগরণ' সভা এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ প্রভাব আছে।

যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাঘা যতীন নামের পেছনে রয়েছে গল্প। যতীন ছোটবেলা থেকেই অন্যদের তুলনায় দৈহিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। বাহুতে শক্তি ছিল অপরিসীম। দেখতেও লম্বা চওড়া, স্বাস্থ্যবান। জানা যায় তিনি ষাট-সত্তর মাইল পথ সাইকেলে চড়ে ঘুরে আসতে পারতেন অনায়াসে। এমনকি চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়তেও তার বিশেষ কোনো অসুবিধা হতো না। যতীন্দ্রনাথ যে গ্রামে থাকতেন, তার পাশের গ্রাম কলুপাড়ায় একবার একটা বাঘের উৎপাত শুরু হয়ছিল। প্রায়দিনই বাঘটি কলুপড়ায় আসত, এবং কিছু না কিছু অনিষ্ট করত। বেশিরভাগ সময় গোয়ালঘর থেকে গরু নিয়ে যেত। দিন দিন বাঘের এইসব যন্ত্রণায় গ্রামের লোকেরা অতীষ্ট হয়ে উঠেছিল।

একদিন যতীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় কলুপাড়া থেকে একদল লোক তাঁর বাড়িতে এসে হাজির। বাড়িতে তখন যতীন্ত্রনাথের এক মামাত ভাই ছিলেন। গ্রামের লোকজন তার মামাতো ভাইয়ের কাছে বলল — 'প্রায়দিনই আমাদের গ্রামে একটি বাঘ গোয়াল ঘর থেকে গরু নিয়ে চলে যাচ্ছে। এই বিষয়ে আমাদের একটু যতীনদাদার সাহায্য দরকার।' মামাত ভাই ভাবলেন, যতীনদা তো মাত্রই ঘরে ঘুমিয়েছেন, না জাগানোই ভালো হবে। অগত্যা তিনিই একটা রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন কলুপাড়ার লোকেদের সঙ্গে। বাঘটি তখন ঘুমাচ্ছিল। মানুষের পদচারণার শব্দ শুনে তার ঘুম ভেঙে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সে মানুষ অভিমুখে দৌড়াতে আরম্ভ করল। যতীন্দ্রনাথের মামাত ভাই গুলি ছুড়লেন, কিন্তু গুলি লক্ষভ্রষ্ট হলো। মানুষের হট্টগোল আর গুলির শব্দে বাঘটি আরো আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল। হট্টগোল শুনে যতীন্দ্রনাথেরও ঘুমটা ভেঙে গেল। তিনি একটা ছুরি পকেটে নিয়ে বেরিয়ে আসলেন কী সমস্যা দেখবার জন্য। ঘটনাচক্রে যেইদিকে বাঘ ছিল, তিনি সেদিক দিয়েই এগিয়ে আসতে থাকলে হঠাৎ পাশের একটি ঝোপ থেকে বাঘ তার ওপরে লাফ দিয়ে পড়ল। যতীন্দ্রনাথ তখন নিতান্তই অপ্রস্তুত ছিলেন, তবু তার শক্তিশালী দুই বাহু দিয়ে বাঘের গলাটা ঠেস দিয়ে ধরলেন। বাঘ ঠিক তাকে হামলা করতে পারল না। এভাবে ঠেস দিয়ে রাখার প্রক্রিয়াটিও মাঝেমাঝে একটু পিছলে যেতে লাগল। ওদিকে তার মামাত ভাই গুলিও করতে পারছিল না যদি না গুলি গিয়ে আবার যতীন্দ্রনাথের গায়ে লাগে। সবাই দেখছিল বাঘটি একবার যতীন্দ্রনাথের ওপরে চড়ে বসছিল, পরক্ষণেই আবার যতীন্দ্রনাথ বাঘটিকে ফেলে দিয়ে বাঘের ওপর চড়ে বসছিলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর হুট করেই তাঁর মনে পড়ে গেল তার পকেটে একটা ছুরি রয়েছে। মনে পড়তেই তিনি বাঘটির গলা একহাতে ধরে রেখে অন্য হাতে ছুরি বের করলেন এবং বাঘটিকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করলেন। আর এই ঘটনার সূত্র ধরেই যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম হয়ে গেল 'বাঘা যতীন'। পরবর্তীকালে ইতিহাসের পাতায়ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর চেয়ে 'বাঘা যতীন' নামটিই স্থায়ী হয়ে গেল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর বিপ্লবী দলগুলো অনেক বেশি সহিংস হয়ে উঠেছিল। ওই সময়েই বাঘা যতীন বিপ্লবী দলগুলোর অভ্যন্তরে যেই চিন্তা বা প্রবৃত্তি ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করছিলেন, সেটা হলো;'এক হাতে রিভলভার আর অন্য হাতে সায়ানাইডের বিষ'। যে কোনো ঘটনা ঘটাবার পরেই ধরা খাওয়া চলবে না। ধরা খাওয়ার বিষয়টি টের পেলেই সঙ্গে সঙ্গে বিষটুকু খেয়ে ফেলতে হবে। কেননা, ধরা খাওয়া মানেই নিজেদের ভিতরকার অনেক তথ্য শত্রুর কাছে পৌঁছে যাওয়া। আর সেটার মানে হলো, বিজয়ের সম্ভাবনা আরো পিছিয়ে যাওয়া। তাই বিজয়কে নিকবর্তী করতে হলে এই 'হত্যা ও আত্মহত্যা' নীতি ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই।

সেই সময়ে বাঘা যতীনসহ অন্য আরো অনেক বিপ্লবীর মাধ্যমে যে কর্মকাণ্ডটি বিশেষভাবে পরিচালিত হতো তা হল সেইসব ব্যক্তিদেরকে খুঁজে খুঁজে আক্রমণ করা, যারা ইংরেজদের টিকিয়ে রাখতে তৎপর ছিল। এসব লোকদের শাস্তিবিধান করতেন বাঘা যতীন। ১৯০৮ সালে মি. কিংসফোর্ডকে খুন করতে চাওয়ার ঘটনায় ক্ষুদিরাম বসু পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন এবং ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলেছিলেন, একথা আমরা অনেকেই জানি । কিন্তু সেই ঘটনায় ক্ষুদিরামের অপর যে সঙ্গী ছিলেন, অর্থাৎ প্রফুল্ল চাকি;তিনি ব্রিটিশদের কাছে ধরা দেননি। বরং ধরা না দিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন। প্রফুল্ল চাকির সেই আত্মহত্যার ঘটনাটি ঘটেছিল মূলত এক বাঙালি পুলিশ সদস্যের কারণে। বিশ্বাসঘাতক পুলিশ সদস্যেরর নাম নন্দলাল ব্যানার্জী। বাঘা যতীন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, নন্দলাল ব্যানার্জীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে যে কোন মূল্যে। বাঘা যতীন তাঁর এক শিষ্যকে দায়িত্ব দিলেন। বাঘা যতীনের প্ল্যান অনুযায়ী তার সেই শিষ্য সফলভাবেই গুপ্তহত্যার কাজটি সমাধা করল। ঘটনাটি ছিল এমন যে, সেদিন সন্ধ্যার পরে নন্দলালের বাইরে তেমন কোনো কাজ ছিল না। তাই তিনি কয়েকটি চিঠির উত্তর লিখে ঘরের পোশাক পরেই বেরিয়েছিলেন ডাকবাক্সে চিঠিগুলো রেখে আসতে। বিপ্লবী সেই শিষ্য নন্দলালকে গুলি করবার পর নিজেই নন্দলালের বাড়িতে সেই খবরটি দিয়ে এসেছিলেন। বলেছিলেন, বাইরে বেরিয়ে নন্দলালের খোঁজটা নিয়ে আসতে। এই ঘটনা দ্বারা তৎকালীন ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের গুপ্তহত্যাগুলোর ধরনগত বৈশিষ্ট বুঝতে পারা যাবে অনায়াসে।

বাঘা যতীন কর্তৃক গুপ্তহত্যার শিকার হয়েছিলেন মানিকতলা বোমাহামলার মামলায় সরকার পক্ষের উকিল আশু বিশ্বাস। এই উকিল বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা সাক্ষ্য-প্রমাণ জোগাড় করেছিলেন। এছাড়া, মানিকতলা বোমাহামলার এই ঘটনায় বহু বিপ্লবীকে আটক করেছিলেন বাঙালি পুলিশ সদস্য শামসুল আলম। তার ওপরও জারি হয়েছিল বাঘা যতীনের মৃত্যুদন্ড। পুলিশের এই ডেপুটি সুপারকে পাকরাও করতে বাঘা যতীনের বেশ সমস্যা পোহাতে হচ্ছিল। কাকে দায়িত্ব দেবেন এ কাজের, তিনি বুঝতে পারছিলেন না। তখন বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত নামের এক বিপ্লবী তাকে বললেন, 'দাদা আমাকে দায়িত্বটা দিয়েই দেখুন না!' যতীন্দ্রনাথ তাঁকেই দায়িত্বটা দিলেন । শামসুল আলম সর্বদা পুলিশ-পরিবেষ্টিত হয়ে ঘোরাফেরা করত। তাকে একা পেতে হলে যেতে হবে হাইকোর্টে। একমাত্র সেখানেই হয়তো তিনি একা একা সময় কাটিয়ে থাকতে পারেন। বীরেন্দ্রনাথ তাই অন্য একজন বিপ্লবী বন্ধু সহকারে হাইকোর্টে চলে গেলেন। এমনকি তখনও পর্যন্ত বীরেন শামসুলকে চিনতেনও না, চিনিয়ে দিতেই ওই বন্ধুকে নিয়ে যাওয়া। বন্ধু তাঁকে দূর থেকে শামসুল আলমকে চিনিয়ে দিল। বীরেন্দ্রনাথ গিয়ে আদালতকক্ষের বারান্দায় অবস্থান নিলেন। কিছুক্ষণ পরে শামসুল একটি ঘর থেকে বের হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবার জন্য উদ্যত হয়েছেন, এমন সময়ে বীরেন্দ্রনাথ তার সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি শামসুল আলম?' উত্তরে সম্মতি আসলো। বীরেন্দ্রনাথ বললেন, 'আপনার জন্য একটি চিঠি আছে।' এই বলে তিনি পকেটে হাত ঢোকালেন, কিন্তু পকেট থেকে চিঠি আর বের করলেন না। রিভলভারটা বের করে শামসুলের বুকে ঠেকিয়ে গুলি করে দিলেন। অন্য পুলিশেরা বীরেনের পিছু ধাওয়া করল। বীরেন অবশ্য গুলি করতে করতেই ছুটছিলেন, কিন্তু গুলি শেষ হয়ে যাওয়াতে এক পর্যায়ে তিনি ধরা পড়ে গেলেন। তবে ধরা পড়ে গেলেও, বাঘা যতীনসহ কারো নামই তার মুখ থেকে বের করা যায়নি। এরকম আরো অনেক গুপ্তহামলার নির্দেশদাতা ছিলেন এই বিপ্লবী বাঘা যতীন। ১৯১২ অথবা ১৯১৩ সাল পর্যন্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নীতি ছিল গুপ্তহামলা বা গুপ্তহত্যা । পরে এরসাথে তিনি আরো কিছু বিষয় যুক্ত করলেন। যার মধ্যে ছিল;সরাসরি লাট সাহেবদেরকে মেরে তাদের মধ্যে বিপুলভাবে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া। আর বিপ্লবী দলগুলার মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা। এই সময়টাতেই বলকান যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ইউরোপেও একটা ঠান্ডা লড়াই আরম্ভ হয়েছিল। তখন জার্মান সম্রাট কাইজার উইলিয়াম ইংরেজদের বিশেষ ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বাঘা যতীন এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলেন না। রাসবিহারি বসুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি আরো জোরদারভাবে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকলেন। সারা ভারতবর্ষের সৈন্যদলকে এক করবার প্রক্রিয়া গ্রহণ করলেন। রেললাইন এবং ব্রিজ উপড়ে দেওয়া, অথবা টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের তার-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করাসহ আরো অনেক প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে লাগলেন।

যখন ইংরেজ বনাম জার্মানির পারস্পরিক বিগ্রহের মধ্য দিয়ে পুরোপুরিভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়ে গেল, তখন যতীন্দ্রনাথ ভাবলেন, নিশ্চয়ই এই সময়ে জার্মানিরা তাদেরকে সাহায্য করবে। এমন চিন্তায় তিনি জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগ করলে, জার্মান সরকার তাঁকে জানাল, তারা ভারতবর্ষের বিপ্লবীদেরকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে চায়।জার্মানরা যে দুটি জাহাজে করে অস্ত্র পাঠাল, সেগুলোর নাম ছিল;ম্যাভেরিক এবং এস হেনরি। যতীন্দ্রনাথের নিকটতম দুজন সহযোদ্ধা ছিলেন একজন যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, আরেকজন ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি এই দুজনকে দুই জায়গায় অস্ত্র রিসিভ করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। একজনকে সুন্দরবনে, অন্যজনকে গোয়ায়। যতীন নিজে রইলেন বালেশ্বরী সমুদ্রের ধারে যেখানে এসে জাহাজগুলো থামবে। জার্মানরা শুধু অস্ত্রসস্ত্রই নয়, বিপুল পরিমাণে অর্থকড়িও জাহাজে করে পাঠিয়েছিল।কিন্তু দুঃখের বিষয় ইংরেজরা জাহাজ দুটির খবর পেয়ে যাওয়ায় ভারতীয় বিপ্লবীদের কাছে এই বিপুলসংখ্যক অস্ত্রসস্ত্র আর পৌঁছানো সম্ভব হলো না। ইংরেজরা মাঝ সমুদ্রে 'ম্যাভরিক' আর 'এস হেনরি'কে আটক করে এবং সকল অস্ত্র নামিয়ে নেয়। অস্ত্র নিয়ে গেলেও বাঘা যতীন থমকে যাননি। তিনি তাঁর বিপ্লবী কর্মকান্ড চালিয়ে যেতে থাকেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত । শেষে বুড়ি বালামের যুদ্ধে আহত হয়ে ১৯১৫ সালের ১০ সেপ্টেম্বর হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন বিপ্লবী বাঘা যতীন।

৩ দিনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে আবারও ভাঙন ভাগীরথী নদীর পাড়ে, ভাঙল রাস্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: আবারও প্রাকৃতিক দুর্যোগে গ্রামের যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা ভেঙে চলে গেল নদীবক্ষে। আতঙ্কে গোটা গ্রামের মানুষ। অবিলম্বে পাকাপোক্ত ভাবে নদীর পাড় বাঁধানোর কাজের দাবি গ্রামবাসীর। নদিয়ার শান্তিপুর ব্লকের হরিপুর পঞ্চায়েতের চৌধুরীপাড়া এলাকার ঘটনা। জানা যায়, এই গ্রামে রয়েছে কয়েক হাজার পরিবারের বসবাস। গত কয়েক মাস আগে নদীর পাড় কালো বস্তা দিয়ে বাধানোর কাজ শুরু করে ইরিগেশন দপ্তর, তার মাঝে হয়ে গেছে বেশ কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কিন্তু গত তিনদিনের অতি ভারী বৃষ্টিপাতে এবার ভাঙনের কবলে পড়ল গোটা গ্রাম। চৌধুরীপাড়ার ভাগীরথী নদীর তীরে রয়েছে গ্রামের যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা, প্রথমে ভাঙন শুরু হয় নদীর পাড়ে, এরপর ভাঙতে ভাঙতে রাস্তার বেশি অংশ

ভেঙে যাওয়ায় চলাফেরা করতে পারছে না গ্রামের মানুষ। এমনিতেই বৃষ্টিপাতের কারণে বেড়েছে জলস্তর, মাঝেমধ্যে ঝড়ো হাওয়ায় বেড়েছে জলোচ্ছ্বাস, আর তার জেরেই এই ভাঙন বলে দাবি করছেন গ্রামবাসীরা। তারা চাইছেন প্রাথমিকভাবে বালির বস্তা ফেলে এইভাবে ভাঙন রোখা সম্ভব নয়, একটি গ্রামের কথা মাথায় রেখে প্রশাসনকে অবিলম্বে পাকাপোক্তভাবে ভাঙন রোধ করার ব্যবস্থা করতে হবে, না হলে ভাগীরথী নদীর তীরে রয়েছে বিঘা বিঘা চাষের জমি এরপর যদি আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরু হয় তাহলে চাষের জমিগুলো নদীতে তলিয়ে যাবে। না খেয়ে মরতে হবে তাদের। এমনিতেই ভয়ানক ভাঙনের কারণে রাতের ঘুম উড়েছে গ্রামবাসীদের। আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে মনের মধ্যে। হরিপুর পঞ্চায়েতের প্রধান বীরেন মাহাতো বলেন, বিগত দিনে তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন নদীর ভাঙনের কথা, তখন শুরু হয়েছিল প্রাথমিকভাবে বালির বস্তা ফেলে ভাঙনরোধ করার কাজ। কিন্তু গ্রামের এখন যা পরিস্থিতি তা খুবই চিন্তার বিষয়। অবিলম্বে যাতে নদীর ভাঙন রোধ করা যায় সেই ব্যবস্থা দ্রুত করবেন।

আরজি কর ঘটনা নিয়ে মুক ও বধিররাও এবার প্রতিবাদের রাস্তায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: কথা বলতে পারে না আবার অনেকে শুনতেও পায় না। কাউকে কিছু বলতে হলে শারীরিক অঙ্গভঙ্গিতে তারা বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও প্রতিবাদের ভাষা থেমে থাকল না তাদের। তিলোত্তমার বিচার চেয়ে রাস্তায় নামলো বিশেষভাবে সক্ষম এই কিশোর-কিশোরীরা। কেউ থাকেন আসানসোলে, কেউ দুর্গাপুর, কেউ পাণ্ডবেশ্বর, কেউ আবার কুলটি। মাসের বিশেষ কয়েকটি দিনে তারা একত্রিত হন আসানসোল রবীন্দ্রভবন চত্বরের বাইরে। সেখানেই তাদের আকার ইঙ্গিতে নিজেদের সুবিধা অসুবিধার কথা আদান প্রদান হয়। কিন্তু এই রুটিন বাদ দিয়ে তারা অভয়ার ন্যায্য বিচারের জন্য সমাজের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে আন্দোলনে নামলেন।

রবিবার বিকেলে আসানসোল বিএনআর মোড় রবীন্দ্রভবন ও রবীন্দ্রনাথের মূর্তির সামনে ওরা জমায়েত করে। প্রবল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে অভয়ার ন্যায্য বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয়। তাদের গলায় ঝুলতে দেখা যায় অভয়ার প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদের প্ল্যাকার্ড। রবীন্দ্র মূর্তির নিচে বাঁধা তাদের ব্যানার। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় মোমবাতি। ব্যানারে তাদের লেখা 'আমাদের হাতই আমাদে স্বর, জাস্টিস ফর আরজি কর'।

তারা তাদের আকার ইঙ্গিতে এবং দোভাষীর মাধ্যমে সংবাদমাধ্যমকে জানালেন তারা বিচার চান, পাশাপাশি চান এ রাজ্যের সমস্ত মহিলাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা। তারা জানালেন অনেক আগেই তাদের রাস্তায় নামা উচিত ছিল কিন্তু তাদের দেরি হয়ে গেল এই ঘটনা প্রতিবাদ আন্দোলন বুঝে উঠতে। কারণ এই ঘটনা বুঝতে তাদের অন্যদের সাহায্য লেগেছে। একমাত্র সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে সবকিছু জানতে পারছেন। কিন্তু তারা বর্তমান পরিস্থিতি দ্রুত জানতে পারছেন না বা বুঝতে পারছেন না। তাই সংবাদ মাধ্যমের কাছে তাদের দাবি তাদের বোধগম্য একটি করে অন্তত নিউজ বুলেটিন যেন সম্প্রচারিত হয় যাতে তারা সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে তারাও আন্দোলনে সামিল হতে পারে।

নদিয়া জেলার চাকদা বাসস্ট্যান্ড এলাকা বৃষ্টির পর নদীর চেহারা নিয়েছে। বাস বন্ধ ট্রেকার বন্ধ ক্ষোভে যাত্রীরা ও সাধারণ মানুষ।

অভয়ার স্মৃতিতে রক্তদান, বিচার চেয়ে চিঠি রাষ্ট্রপতিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের জেরে তোলপাড় রাজ্য। এই ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তদন্ত করছে সিবিআই। ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হয়েছে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ, টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। শনিবার দীর্ঘ নাটকীয় মুহূর্তের পরে ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠক হয়নি। এদিকে এই ইস্যুতে রবিবার ও আন্দোলন অব্যাহত। হাওড়া ও হুগলির প্রান্তিক এলাকা ঝিকিরায় এদিন এক অভিনব প্রতিবাদে সামিল হল ঝিকিরা হাইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্ররা। অভয়ার স্মৃতিতে রক্তদানের পর রক্ত দিয়ে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস ফর আরজি কর' যেমন লিখল তেমনি রক্তকে কালির মতো ব্যবহার করে চিঠি লিখল রাষ্ট্রপতিকে। এদিন রক্তদানের পর শরীর থেকে সিরিঞ্জের মাধ্যমে রক্ত নিয়ে তা দিয়ে লেখা হল বিচার চেয়ে চিঠি। যদি ও এই ধরনের কাজকে অনেকে সঠিক নয় বলে জানিয়েছেন। কিন্তু প্রতিবাদ জানিয়ে বিচার চাইতে এই পন্থা বলে মন্তব্য উদ্যোক্তাদের। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে রক্ত দিয়ে লেখা চিঠি ও প্রতিবাদপত্র ডাকযোগে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

নিদর্শ এ

গণঘোষণা

(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকর‍্যাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার রেগুলেশনস্ ৬ অধীনে
(ইনসলভেন্সি রেজুলেশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পারসনস্) রেগুলেশনস, ২০১৬)

ভিনিলোক সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড এর ক্রেডিটরদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য

প্রাসঙ্গিক বিবরণ

১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	ভিনিলোক সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের অন্তর্ভুক্তির তারিখ	২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১২
৩.	কর্তৃপক্ষ যার অধীনে কর্পোরেট ডেটর অন্তর্ভুক্ত / নিবন্ধিত	আরওসি কলকাতা
৪.	কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ কর্পোরেট ডেটরের সীমায়িত দায়বদ্ধতা সনাক্তকরণ নং	U74999WB2012PTC1174552
৫.	কর্পোরেট ডেটরের নিবন্ধিত অফিস এবং প্রধান অফিসের ঠিকানা (যদি থাকে)	ভিনিলোক সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড সি/ও টোয়েন্টি ওয়ান সেঞ্চুরি স্টুডিও ফ্যাসিলিটি প্রাইভেট লিমিটেড, ৫ম ফ্লোর অ্যাক্রোপলিস মল, ১৫৫৬/১, রাজডাঙ্গা মেইন রোড, সেক্টর ১, পূর্ব কলকাতা টাউনশিপ, ইকেটি, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০১০৭
৬.	কর্পোরেট ঋণদাতার বিষয়ে ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	১৩ই সেপ্টেম্বর ২০২৪- মাননীয় এনসিএলটি এর আদেশের তারিখ
৭.	ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস বন্ধের আনুমানিক তারিখ	১১ ই মার্চ ২০২৫
৮.	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল হিসাবে কাজ করা ইনসলভেন্সি প্রফেশনাল এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	মিসেস ছায়া গুপ্তা রেজিস্ট্রেশন নং: IBBI/IPA-002/N 00984/2020-2021/13133
৯.	বোর্ডের কাছে রেজিস্টার্ড হিসাবে ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল এর ঠিকানা এবং ই-মেইল	ঠিকানা: ১, বিমা নগর, ২০২, আলমাস ড্রিমস অ্যাপার্টমেন্ট, আনন্দ বাজারের কাছে, ইন্দোর - 452018, এমপি, ই-মেইল: guptachayacs@gmail.com
১০.	ঠিকানা এবং ই-মেইল যা ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল এর সাথে চিঠিপত্রের জন্য ব্যবহার করা হবে	ঠিকানা: ৯১১, অ্যাপোলো প্রিমিয়ার, বিজয় নগর স্কোয়ার এর কাছে, ইন্দোর - ৪৫২০১০, এম.পি. ই-মেইল:cirpviniloksolutions@gmail.com
১১.	দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (অর্ডার প্রাপ্তির তারিখ থেকে ১৪দিন হচ্ছে)
১২.	ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল দ্বারা নিশ্চিত করা ক্রেডিটরের শ্রেণী,যদি কিছু থাকে , সেকশন ৬ (এ)- এর ক্লজ (বি) অধীনে	**প্রযোজ্য নয়**
১৩.	একটি শ্রেণীতে কাজ করার জন্য চিহ্নিত করা অনুমোদিত ক্রেডিটরের প্রতিনিধি হিসাবে ইনসলভেন্সি প্রফেশনাল এর নাম হয়েছে (প্রতিটি শ্রেণীর জন্য তিনটি নাম)	**প্রযোজ্য নয়**
১৪.	প্রাসঙ্গিক ফর্ম এবং অনুমোদিত প্রতিনিধিদের বিবরণ এখানে উপলব্ধ:	ওয়েব লিংক:https//ibbi.gov.in/en/home/downloads খ) প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি হচ্ছে হচ্ছে যে ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ ১৩.০৯.২০২৪ তারিখের আদেশে **ভিনিলোক সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড** এর ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে।
ভিনিলোক সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড এর ক্রেডিটরদের ২৭.০৯.২০২৪ তারিখে বা তার আগে এন্ট্রি নং-১০ এ উল্লিখিত ঠিকানায় ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল এর কাছে প্রমাণসহ তাদের দাবি জমা দিতে বলা হয়েছে।
ফিনান্সিয়াল ক্রেডিটররা কেবল বৈদ্যুতিন উপায়ে প্রমাণসহ তাদের দাবি জমা দেবেন। অন্যান্য সমস্ত ক্রেডিটররা ব্যক্তিগতভাবে, পোস্টের মাধ্যমে বা বৈদ্যুতিন উপায়ে প্রমাণসহ দাবিগুলি জমা দিতে পারেন।
এন্ট্রি নং ১২-তে তালিকায়িতমতো একটি শ্রেণিতে অবস্থান করা একজন ফিনান্সিয়াল ক্রেডিটর , তাঁর পছন্দমতো অনুমোদিত আধিকারিকের ইঙ্গিত দেবেন, এন্ট্রি নং ১৩-তে উল্লিখিতমতো তিনজন ইনসলভেন্সি প্রফেশনালের মধ্যে থেকে, নিদর্শ সিএ-তে শ্রেণির[নির্দিষ্ট শ্রেণী] অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার জন্য।
দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দেওয়ার ফলে জরিমানা করা হবে।

স্বা/-
ছায়া গুপ্তা
ইন্টেরিম রেজোলিউশন প্রফেশনাল
ভিনিলোক সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নং: IBBI/IPA-002/N 00984/2020-2021/13133
এএফএ ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত বৈধ
তারিখ: ১৬.০৯.২০২৪
স্থান: ইন্দোর

কয়েকদিনের টানা বর্ষণের জেরে ফের ধস খনি অঞ্চলে, আতঙ্ক এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: জামুড়িয়া বিধানসভার ইসিএল কেন্দা এলাকার নিউ কেন্দা বাউরিপাড়া এলাকায় ধসের ঘটনায় স্থানীয় লোকজনের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। কেন্দা বাউরিপাড়ার বাসিন্দা হরি নারায়ণ বাউরির বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ১০ ফুট গভীর ও প্রায় ৩০ ফুট গভীর গর্ত তৈরি হওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন স্থানীয়রা। ইসিএলের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছলে তাদের ঘিরে স্থানীয় মানুষজন পুনর্বাসনের দাবি জানায়। স্থানীয় বাসিন্দা অক্ষয় বাউড়ি, বিশু বাউড়িরা জানান, রবিবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা। অনেকে লক্ষ্য করেন বিশাল ধসের সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের ধসের ঘটনা ঘটলে

মানুষের ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও গবাদিপশুও বিপদে পড়ে বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, কেন্দা এলাকায় ধসের অনেক ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু ইসিএল ব্যবস্থাপনার কোনো নজর নেই। নিউ কেন্দা কোলিয়ারির ৩ নম্বর এলাকা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন জামুড়িয়ার ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি সিদ্ধার্থ রানা। ব্লক সভাপতি ঘটনাস্থলে এসে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন এই বিষয়ে ইসিএল আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করে শীঘ্রই এলাকার মানুষের দাবি মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ট্যাক্সির ওপরে গাছের ডাল পড়ে আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বৃষ্টিতে যশোর রোডের পাশের গাছের ডাল ট্যাক্সির উপরে ভেঙে পড়ে বিপত্তি আহত দুই। নিম্নচাপের জেরে তিনদিন চলছে বৃষ্টি। বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়ায় যশোর রোডের পাশের বিপদজনক শিরিস গাছের মোটা ডাল ভেঙে পড়ল যাত্রীবাহী ট্যাক্সির উপরে। এই ঘটনায় ট্যাক্সির মধ্যে থাকা দুই জন মহিলা যাত্রী গুরুতর আহত। তাদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে বনগাঁ হাসপাতালে ভর্তি করেছে। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ থানার অভিযান মোড় এলাকায়। স্থানীয় সূত্র জানা গিয়েছে, বনগাঁতে ট্যাক্সিতে করে নিমন্ত্রণ বাড়িতে এসেছিলেন তারা। বনগাঁ অভিযান সংঘের মোড়ের গাড়ি দাঁড় করানোর পর যশোর রোডের পাশের বিপদজনক শিরিস গাছের একটি বড় ডাল ভেঙে পড়ে ট্যাক্সির উপরে। আহত হন গাড়ির মধ্যে থাকা দুই যাত্রী। তড়িঘড়ি স্থানীয়রা ছুটে এসে তাদের গাড়ির ভেতর থেকে উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বনগাঁ পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অমিতাভ দাস দাবি করেন যশোর রোডের পাশে শিরিস গাছের বহু ডাল নষ্ট হয়ে বিপদজনক অবস্থায় ঝুলে রয়েছে। অতীতে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে মৃত্যুর মতো ঘটনা ঘটেছে। অবিলম্বে এই বিপদজনক ডালগুলি কেটে ফেলা হোক।

SRI GBK RESOURCES PVT. LTD.
CIN: [illegible]
Regd. Office: Room No. 0125, The Chambers Mall, 1865 Rajdanga Main Road, Kolkata-700107
Tel: [illegible], email: [illegible]

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Equity Shareholders of the Company will be held on Tuesday, 17th September, 2024 at 10.00 a.m. at the registered office of the Company to approve the buy-back of upto [illegible] Equity Shares of Rs. 10/- each of the Company at a price of Rs. [illegible] per equity share.

Please note that the EGM to approve the buy-back will be held at a shorter notice for which consent of all (100%) the shareholders of the company has been obtained.

The Company has sent Notice convening the EGM on 15th September, 2024 through email to all the shareholders of the Company at their respective email addresses registered with the Company and the same has also been sent through hand delivery.

For SRI GBK RESOURCES PVT. LTD.
Sd/-
Director

সপ্তম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস উদযাপন পুরুলিয়ার সাঁওতালডিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সপ্তম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস উদযাপন উপলক্ষ্যে রবিবার পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের সাঁওতালডির বিরসাচক ফুটবল ময়দানে বৃক্ষ রোপণ ও ফুটবল খেলার মধ্য দিয়ে সপ্তম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস উদযাপন করা হল। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই রবিবার দুপুরে এই কর্মসূচিতে প্রথমে সাঁওতালডি বিরসাচক ফুটবল ময়দানের পাশে মায়ের নামে একটি বৃক্ষ রোপণ অভিযানে বৃক্ষ রোপণ করেন এলাকার তথা পাড়া বিধানসভার বিধায়ক নদিয়ারচাঁদ বাউড়ি। এরপর এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে ওই ফুটবল মাঠে ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কর্মসূচির জেলা কোঅর্ডিনেটার আব্দুল আলি আনসারি সহ অন্যান্যরা।

নিখোঁজ ৩টি ট্রলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: দুর্যোগের আবহে নিখোঁজ হল তিনটি ট্রলার। গত ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর কাকদ্বীপ ঘাট থেকে এফবি বাবা নীলকণ্ঠ ও ডায়মন্ডহারবার মৎস্যবন্দর থেকে এফবি শ্রী হরি ও এফবি মা রিয়া নামে তিনটি ট্রলার মাছ ধরতে পাড়ি দেয়। তিনটি ট্রলারে মোট ৪৯ জন মৎস্যজীবী রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। নিম্নচাপের জেরে ঝোড়ো হাওয়া ও সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠতে পারে আবহাওয়া দপ্তরের এই সতর্কবার্তা পেয়ে ট্রলার গুলি উপকূলের দিকে ফিরছিল। কিন্তু শনিবার থেকে তাদের সঙ্গে আর যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। তল্লাশিতে নেমেছে কোস্ট গার্ড।

কাকদ্বীপ থেকে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া ট্রলারটিতে ১৬ জন এবং ডায়মন্ডহারবার থেকে মাছ ধরতে যাওয়া দু'টি ট্রলারের একটিতে ১৪ জন ও অন্যটিতে ১৯ জন মৎস্যজীবী রয়েছেন। উপকূলরক্ষী বাহিনীর দু'টি জাহাজ ট্রলার তিনটির সন্ধানে তল্লাশিতে নেমেছে। তবে সন্ধে পর্যন্ত কোনও হদিস মেলেনি।

মাকে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু কিশোরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির খন্যানের দক্ষিণপাড়া এলাকায় তড়িতাদহ মাকে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক কিশোরের। রবিবার এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম অরিত্র ঘোষ (১৩)। স্থানীয় স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ত।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িতে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন কিশোরের মা। মাকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হতে দেখে বাঁচানোর জন্য ছুটে আসে সে। মাকে সরিয়ে দিয়ে বাঁচালেও, পাশে ঝুলে থাকা একটি বিদ্যুতের তারকে ধরে ফেলে অরিত্র। তখনই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় সে। তড়িঘড়ি বাড়ির লোক স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় অরিত্রকে পাণ্ডুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

দেহ ময়না তদন্তের জন্য চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে পাঠায় পাণ্ডুয়া থানার পুলিশ। এমন ঘটনায় শোকের ছায়া নামে পরিবার-সহ গোটা এলাকায়।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) এবং তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ০৩.১০.২০২৪
নিলামের সময় - বেলা ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সম্পদের বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা- সাকেত ইনফ্রা ডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড** **ঠিকানা :** ৪৬, বি.বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিট, ১ম ফ্লোর, রুম নং ৪, কলকাতা- ৭০০০১২ **ব্যক্তিগত জামিনদার- (১) শ্রী সাকেত খৈতান,** পিতা-শশী কান্ত খৈতান **ঠিকানা-** ফোর্ট রেসিডেন্সি, ব্লক ১ এ ৩৮, এস এন রায় রোড, সাহাপুর পোস্ট অফিসের কাছে, সাহাপুর, সার্কাস অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০৩৮। **(২) শ্রী সৌরভ খৈতান,** পিতা বিজয় কুমার খৈতান, ঠিকানা- ৫০৩ গঙ্গা অ্যাপার্টমেন্ট, শান্তি ভবন, ব্যাঙ্ক মোড়, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড-৮২৬০০১। **(৩) শ্রীমতী কিরণ খৈতান,** পিতা-মাতাদিন টিব্রেওয়াল, **ঠিকানা-** ৩৮, এস এন রায় রোড, সাহাপুর পোস্ট অফিসের কাছে, সাহাপুর, সার্কাস অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০৩৮। **(৪) শ্রী অভিষেক টিব্রেওয়াল,** পিতা- লক্ষ্মণ প্রসাদ টিব্রেওয়াল, **ঠিকানা-**ফোর্ট রেসিডেন্সি, ব্লক ১ এ ৩৮, এস এন রায় রোড, সাহাপুর পোস্ট অফিসের কাছে, সাহাপুর, সার্কাস অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০৩৮ **(৫) শ্রী অরবিন্দ কুমার মিশ্র,** পিতা- প্রথম নারায়ণ মিশ্র, **ঠিকানা-** রানিয়া এ, প্রগতি পার্ক, রাজপুর সোনারপুর(মিউ), বোড়াল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৫৪ এবং **কর্পোরেট জামিনদার- সাকেত প্রমোটার্স লিমিটেড।** ঠিকানা- ৪৬ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রিট, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১২	**সম্পত্তি নং ১-** ফ্ল্যাট নং ১এ (৩বিএইচকে) ১ম ফ্লোরে এলাকার পরিমাপ ১১৯০ (এক হাজার একশো নব্বই) বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা। **(বাস্তবিক দখলের অধীনে)** **সম্পত্তি নং ২ -** ফ্ল্যাট নং ৪বি (২ বিএইচকে) ৪র্থ ফ্লোরে এলাকার পরিমাপ ১১০৬ (এক হাজার একশো ছয়) বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা **(বাস্তবিক দখলের অধীনে)** 'সাকেত সদন' নামে এবং শৈলীর বিল্ডিং-এর মধ্যে সবগুলিই রয়েছে সেখানে থাকা জমি বা গ্রাউন্ড এর অবিভক্ত আনুপাতিক অবিচ্ছেদ্য শেয়ার সহ যে অংশে এটি স্থাপন করা হয়েছে এবং নির্মিত হয়েছে তার আনুমানিক এলাকা কমবেশি ১১ (এগারো) কাঠা ২ (দুই) ছটাক এবং প্রেমিসেস নং ২৩১এ, রায় বাহাদুর রোড, থানা-বেহালা, ওয়ার্ড নং ১১৮, বরো নং ১৩, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, কলকাতা - ৭০০ ০৩৪-এ অবস্থিত এবং সমগ্র আরএস প্লট দাগ নং ৭২৫/১৫১৯ এবং আরএস প্লট দাগ নং ৭২৫/১৫২৫ এর একটি অংশ। আরএস. খতিয়ান নং ১১৭৯ এ রেকর্ড করা হয়েছে মৌজা - পুঞ্জা সাহাপুর, জেএল নং.৯, তৌজি নং ১৫৯, ২০৬, ২১০ জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা। উপরোক্ত প্রেমিসেস সাকেত প্রমোটার্স লিমিটেড দ্বারা নিবন্ধিত দলিল নং ২০১৯ সালের ০০৪২৬ দ্বারা বন্ধক রাখা হয়েছিল। যে প্রেমিসেসে আবাসিক ভবন 'সাকেত সদন' তৈরি করা হয়েছে, সেটি **নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তরে- সুনীল ঘোষের বাড়ি, পূর্বে- ২৩১ নং প্রেমিসেসের জমি, রায় বাহাদুর রোড, দক্ষিণে - রায় বাহাদুর রোড, পশ্চিমে- ১২ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা। **দ্রষ্টব্য- ডিআরটি-১ তে এস.এ./২৭৫/২০২৩- দ্বারা এ উপরের সম্পত্তিতে এসএ দায়ের করা হয়েছে। তবে এসব সম্পত্তি বিক্রির বিরুদ্ধে কোনো স্থগিতাদেশ নেই।** **সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের বাস্তবিক দখলের অধীনে**	**২,৩৪,২৪,৯৯৫.০০ টাকা (দুই কোটি চৌত্রিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার নয়শো পঁচানব্বই টাকা মাত্র) ১২.০৯.২০২৪ অনুযায়ী** এছাড়াও আপনি আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদির সহ উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তির হারে ভবিষ্যতের সুদ দিতেও দায়বদ্ধ। **যোগাযোগ ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১১২৫৫**	**সম্পত্তি নং- ০১** ক) ৫০,৬৬,০০০.০০ টাকা খ) ৫,০৬,৬০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **সম্পত্তি নং- ০২** ক) ৪৬,০৯,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৬০,৯০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা

পর্যবেক্ষণের তারিখ ২৬.০৯.২০২৪

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন https://ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ১৬.০৯.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

নিম্নচাপের জেরে অতিবৃষ্টিতে বন্যার ভ্রুকুটি আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: নিম্নচাপের জেরে একটানা বৃষ্টি। আর এই বৃষ্টির জেরে আরামবাগ মহকুমার বেশ কয়েকটি জায়গায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এই মহকুমার গোঘাটের বিস্তীর্ণ এলাকায় তৈরি হল বন্যা পরিস্থিতি। পাশাপাশি আরামবাগ মহকুমায় ফের বন্যার ভ্রুকুটি। টানা বৃষ্টিতেই ডুবে গেল প্রধান সড়ক ও বিঘের পর বিঘে চাষের জমি। দু'দিন ধরে বন্ধ এই রুটের যান চলাচল। একদিকে দু'দিন ধরে একটানা বৃষ্টি, অন্যদিকে বাঁকুড়ার দিক থেকে আসা খালের জলে গোঘাটের পশ্চিমপাড়া, শ্যামবাজার ও কামারপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়েছে। মূলত এখানকার আমোদর ও তারাজুলি খালের মধ্য দিয়ে এই জল এসে পৌঁছয়। হুগলি ও বাঁকুড়ার সীমানাবর্তী স্থানে চেক পোস্টের কাছে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ছাত্রী আবাসিক বিদ্যালয়ে জল ঢুকে পড়েছে। শনিবার দু'একটা বাস বিপদের মধ্যেও ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করলেও রবিবার সকাল থেকেই পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় কামারপুকুর-জয়রামবাটি এবং কামারপুকুর- বদনগঞ্জ রাস্তায় সমস্ত ধরনের যান চলাচল। কারণ ওই দুই রাস্তার মধ্যবর্তী সাতবাড়িয়া ও হলদি এলাকায় রাস্তার ওপর দিয়ে তীব্র গতিতে জলের স্রোত বইছে। হলদি এলাকায় যে সেতু আছে সেই সেতুর ওপর দিয়েও জল উপচে পড়েছে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য ওই রাস্তা একেবারেই পুলিশের ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। শ্যামবাজার এলাকায় বেশকিছু মাটির বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পশ্চিমপাড়া এলাকায় জমিতে থাকা ধান ছাড়াও বেগুন, পটল-সহ বিভিন্ন সবজি একেবারে জলের তলায় চলে যায়। সকাল থেকেই চাষিরা ওই সমস্ত সবজি বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। কেউ কেউ কোমর উঁচু জলে দাঁড়িয়েই তাদের উৎপাদিত সবজি যতটা পারেন তুলে নেওয়ার চেষ্টা করেন। পশ্চিমপাড়ার গোপালডাঙা গ্রামের বাসিন্দারা জানালেন, মাসখানেক আগেও বৃষ্টি হয়েছিল। তখনও ব্যাপকভাবে ধানের ক্ষতি হয়। ফলে দু'বার ধরে ধান রোপণ করতে হয়েছে। তারপরেও এই বৃষ্টিতে আবার সব ধান নষ্ট হয়ে গেছে। সবজিও সব শেষ। যা অবস্থা তাতে চাষিদের আর বেঁচে থাকার রসদটুকুও নেই। অন্যদিকে দ্বারকেশ্বর, দামোদর ও মুণ্ডেশ্বরী নদীর জল বাড়তে শুরু করেছে। এই আরামবাগের মহকুমা শাসক সুভাষীনি ই জানান,পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। প্রশাসন প্রস্তুত আছে।

টানা বর্ষণে পশ্চিম মেদিনীপুরে বন্যা পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বঙ্গোপসাগরীয় নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে তিনদিন টানা বৃষ্টিপাতের ফলে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল, চন্দ্রকোনা, দাসপুর ও পিংলার মতো বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলিতে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি এবং নদীর উপচে পড়া জলের সাঁড়াশি চাপে দুর্গাপুজোর আগে বানভাসি হওয়ার আশঙ্কা করছেন এলাকার বাসিন্দারা। পশ্চিম মেদিনীপুর ও হুগলি জেলার সীমান্ত এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠছে। রামজীবনপুর চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকায় রাজ্য সড়কের দুই পাশ তারাজুলি নদীর জলে প্লাবিত হওয়ায় কয়েকশো বিঘা ধানের জমি জলের তলায়। চাষিরা জানাচ্ছেন, তিনদিন ধরে ধানের খেত জলের তলায় রয়েছে এবং জল ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বড়সড় ক্ষতির আশঙ্কা করছেন তারা। এদিকে, একনাগাড়ে বৃষ্টির ফলে ফুলেফেঁপে উঠেছে ঝাড়গ্রাম জেলার ডুলুং নদীর জল। জামবনি ব্লকের চিল্কিগড় এলাকায় কজওয়েতে বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে জল। যার ফলে জামবনি ব্লকের সঙ্গে ঝাড়গ্রামের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। একনাগাড়ে বৃষ্টির জেরে আতঙ্ক বাড়ছে ঝাড়গ্রাম জেলার কংসাবতী, সুবর্ণরেখা, ডুলুং নদীর তীরবর্তী এলাকার মানুষের মধ্যে।

কলতান দাশগুপ্তের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে কাঁকসা থানা ঘেরাও বামেদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ভাইরাল হওয়া অডিও ক্লিপে হামলার অভিযোগ ওঠে বাম নেতা কলতান দাশগুপ্তর ওপর। সেই অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কলতান দাশগুপ্তকে মুক্তির দাবিতে রবিবার কাঁকসা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় বাম কর্মী-সমর্থকরা। রবিবার বিকালে কাঁকসা থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির কর্মী সমর্থকরা। প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে এদিন কাঁকসা থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তারা। দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চলার পর এদিন কাঁকসা থানার ভারপ্রাপ্ত আইসির কাছে কয়েক দফা দাবিকে সামনে রেখে একটি ডেপুটেশন দেন বাম কর্মীরা।

বাম যুব নেতা বৃন্দাবন দাসের অভিযোগ, আরজি করে যে নৃশংস ঘটনা ঘটেছে। সেই ঘটনার প্রতিবাদে প্রথম দিন থেকে বাম কর্মী সমর্থকেরাই রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং বিচারের দাবি জানিয়েছে। যত দিন যাচ্ছে তাদের আন্দোলন তত বৃহত্তর আকার ধারণ করছে। যতদিন না প্রকৃত দোষীরা সকলেই শাস্তি পাচ্ছে ততদিন তাদের এই আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বামেদের আন্দোলনকে বন্ধ করার চেষ্টা চালাচ্ছে শাসক দল। যে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ জেল খেটে এসেছে। সেই জেল খাটা কুণাল ঘোষ অডিও ক্লিপ ভাইরাল করে মিথ্যা অভিযোগে চক্রান্ত করে বামনেতা কলতান দাশগুপ্তকে গ্রেপ্তার করা করিয়েছে। তার প্রতিবাদে বামেরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। রাজ্য জুড়ে কলতান দাশগুপ্তের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানাচ্ছেন বাম কর্মীরা।

৩ দিনের বৃষ্টিতে প্লাবিত বনগাঁ পুরসভার একাধিক ওয়ার্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: সংস্কার হয় না ইছামতি নদীর তিন দিনের বৃষ্টিতে নদীর জলে প্লাবিত বনগাঁ পুরসভার একাধিক ওয়ার্ড। নিম্নচাপের প্রভাবে ভারী বর্ষণের ফলে আগেই বনগাঁ পুরসভার একাধিক ওয়ার্ডের জল জমেছিল। অতি বৃষ্টির ফলে বনগাঁ ইছামতি নদী তীরবর্তী কয়েকটি ওয়ার্ডে জলমগ্ন হয়েছে। জল ঢুকেছে একাধিক বাড়িতে। ইতিমধ্যে বহু পরিবার বাড়ি ছাড়া হয়ে স্কুলে উঠেছেন। তারা বলছেন, ইছামতি নদী সংস্কার না হওয়ার কারণেই প্রতিবছর একটু বৃষ্টি হলেই তাদের জালে ডুবতে হয়। তাদের দাবি, ইছামতি সংস্কার হলে তাদের এভাবে জলে ডুবতে হবে না। বনগাঁ পুরসভার ১, ৬, ১৭ নম্বর ওয়ার্ড সহ একাধিক ওয়ার্ডে ইছামতির জলে ডুবেছে পার্ক সহ অনেক বাড়ি। এদিন বনগাঁ পুরসভার একাধিক ওয়ার্ডে পরিদর্শনে যান বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ। জলমগ্ন ওয়ার্ড পরিদর্শনের মাঝে তিনি দাবি করেছেন ইছামতি সংস্কার না হওয়ার কারণে অনেক ওয়ার্ডে জল ঢুকেছে। পুর এলাকায় চার হাজার পরিবার জলমগ্ন হয়ে পড়েছে তাদেরকে অন্যত্র সরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ত্রাণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে পুরসভার পক্ষ থেকে। বিদ্যাধরী ডিভিশন কাজ না করার কারণে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে নদী তীরবর্তী সাধারণ মানুষকে।

অন্ডালে পিওর জামবাদ এলাকায় গৃহবধূর স্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: অনডাল থানার পিওর জামবাদ এলাকায় এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটনায় পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করে রবিবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে। তাদের শনিবার রাতে বনবহাল ফাঁড়ি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত মৃতার স্বামীর নাম সৌমিত্র দে ও ধৃত ভাশুরের নাম সৌমেন দে। রবিবার আনুমানিক দুপুর দুটোয় আদালতের বিচারক ধৃত স্বামীকে ১৪ দিনের জেল হেপাজত ও ভাশুরকে ৫ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত এপ্রিল মাসে বাঁকুড়ার মাচানতলার বাসিন্দা সংগীতা দাস (২৪) এর বিয়ে হয়েছিল পিওর জামবাদ এলাকার বাসিন্দা সৌমিত্র দের সহেগ। বিয়ের পর থেকেই সংগীতার ওপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করত শ্বশুরবাড়ির লোকজন বলে অভিযোগ। শনিবার সকালে বন্ধ ঘর থেকে সংগীতা দেবীর গলায় ফাঁস লাগানো ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। সংগীতার বাপের বাড়ির লোকজনের অভিযোগ তাঁকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামী সহ ভাশুরকে গ্রেপ্তার করে। ভাশুরকে হেপাজতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হাসপাতালে আগুন, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: হাসপাতালে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একটি ইঞ্জিন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট পুরসভার অন্তর্গত চকভবানী এলাকায় অবস্থিত পুরসভার মাতৃসদন হাসপাতালের ঘটনা। মূলত শট সার্কিটের জেরে আগুন লেগেছে বলেই প্রাথমিকভাবে অনুমান হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের।

জানাগিয়েছে, রবিবার বালুরঘাট পুরসভার মাতৃসদন হাসপাতালের মিটিং হলে আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটে। হাসপাতালের তৃতীয় তলে অবস্থিত মিটিং হল থেকে ধোঁয়া বেরতে দেখেন কর্মীরা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় হাসপাতাল চত্বরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। পাশাপাশি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র সহ আরো অনেকে।

এ বিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র জানান, 'মাতৃসদনে মিটিং হলে আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটেছিল। খবর পেয়ে দমকলের আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। মূলত শট সার্কিটের জেরে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে।' অন্যদিকে, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে দমকল ও বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে।

প্রবল বর্ষণের জেরে ভেঙে পড়ল বাড়ির ছাদ, গুরুতর আহত পরিবারের ৩ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: অবিরাম বর্ষণে মাটির ঘর ধসে, একই পরিবারের তিনজন গুরুতর আহত। আহতদের জামুড়িয়ার স্থানীয় আখ লপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া। ঘটনাটি ঘটেছে এক নম্বর বরোর ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সাইর পাড়া এলাকার। বাড়ির এক মহিলা বিজুলিকি রুইদাস জানান, তিনি ও তার দুই নাতনি রাতে তাদের বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ করে ধসের কারণে বাড়ি ভেঙে পড়ে তাদের ওপর। কোনওক্রমে স্থানীয় লোকজনের প্রচেষ্টায় তাদের স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ভাগ্যক্রমে বাড়ির একটি অংশ ভেঙে পড়ে, পুরো বাড়িটি ভেঙে পড়লে হয়তো কেউ বাঁচত না। এখন এই আধভাঙা বাড়িতে থাকতে ভয় লাগে। তিনি বলেন, এই প্রবল বর্ষণে বৃষ্টির জলে তাঁদের জন্য প্রশাসন কিছু ব্যবস্থা করলে ভালো হবে।

তবে, এই খবর পেয়ে স্থানীয় কাউন্সিলরের প্রতিনিধি এসে বলেন, বরো অফিসের ইঞ্জিনিয়ারদের জানানো হয়েছে, বর্তমানে ত্রিপল দেওয়া হয়েছে। তার পরে আসানসোল কর্পোরেশনের মেয়রকে এই বিষয়ে খবর দেওয়া হবে বলে জানান। ঘটনায় গুরুতর আহত ব্যক্তিদের আখলপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা চলছে।

নিকাশি ব্যবস্থার অভিযোগ, জমা জলে সমস্যায় বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দু'দিন ধরে টানা বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন বর্ধমানের কালনা শহরের বিভিন্ন এলাকা। যার মধ্যে সব থেকে বেশি অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন কালনা শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের যুগিপাড়া এলাকার মানুষজনেরা। এলাকার রাস্তার পাশাপাশি রাস্তা পেরিয়ে বেশিরভাগ ঘরেই ঢুকেছে জল। এই সমস্যা শুধু এবারের নয়, বিগত কুড়ি বছরের উপর ধরে এই সমস্যার মধ্যে পড়েছেন এলাকাবাসীরা। রবিবার স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক নেই এলাকায়। ঠিক মতো ড্রেন পরিষ্কার হয় না। আর যার ফলেই এই সমস্যা। প্রতিবার একটু ভারী বৃষ্টি হলেই এই সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় তাদের। জলের মধ্যে বিষধর সাপের উপদ্রব হয়, তার উপরে রয়েছে মশা ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুজয় সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন, ড্রেন পরিষ্কার হয় না বিষয়টি ঠিক নয়, সপ্তাহে আগে তিন দিন পরিষ্কার করা হত। ইদানিং বিকেলেও এই এলাকায় পরিষ্কার করা হবে। পাশাপাশি এলাকায় বেশ কয়েকটি পুকুর মোজে যাওয়ার কারণে এই ড্রেনের জল গুলি পুকুরে নামতে পারছে না। আর যার ফলেই এই সমস্যা। এই প্রসঙ্গে কালনা পুরসভার কনজারভেন্সি বিভাগের সভাপতি অনিল বসু জানিয়েছেন, প্রতিদিনই তারা ড্রেন পরিষ্কার করাচ্ছেন। মানুষকেও সচেতন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। অনেক মানুষ বাড়ির নোংরা ড্রেনে ফেলছেন, কারো বাড়ির নারকেল গাছ, কারো বাড়ির খেজুর গাছ কেটে সেই পাতাও ড্রেনে ফেলে দিচ্ছেন। এমনকী নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ব্যবহার করে সেগুলি ড্রেনে ফেলা হচ্ছে। আর সেই কারণেই এই সমস্যা।

দোকানের অ্যাসবেস্টারের ছাদ ভেঙে চুরি, আতঙ্ক এলাকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: দুঃসাহসী চুরির ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক। নিম্নচাপের কারণে গত দু'দিন ধরে রাজ্যজুড়ে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। এর সুযোগ নিয়ে জামুড়িয়া বাজার সংলগ্ন থানা মোড় এলাকায় বাসস্ট্যান্ডের পাশে একটি চায়ের দোকানের অ্যাসবেস্টার ভেঙে প্রায় ৩৫ হাজার টাকা চুরি করে দুষ্কৃতীরা।

ঘটনার বিষয়ে দোকান মালিক বিশাল নোনিয়া জানান, প্রতিদিনের মতো রাতে দোকান বন্ধ করে তিনি সকালে দোকান খুলতে গেলে দোকানে জল প্রবেশ করতে দেখেন, অ্যাসবেস্টারের ছাদ ফুটো করে দোকান থেকে ক্যাশ বাক্স থেকে নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় চোরেরা। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, গত রাত সাড়ে ১২টার দিকে প্রবল বৃষ্টির সুযোগে চুরির ঘটনা ঘটায় চোরেরা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জামুড়িয়া থানার পুলিশ। এভাবে চুরির ঘটনায় স্বাভাবিক কারণেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে ব্যবসায়িক মহলে।

সাত সকালের দুর্ঘটনার কবলে যাত্রীবাহী বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: গত দু'দিন ধরে নিম্নচাপের কারণে রাজ্যে জুড়ে হচ্ছে প্রবল বৃষ্টিপাত। খনি অঞ্চলেও বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বইছে ঝড়ো হাওয়া। প্রত্যেক দিনের মতো রবিবারও যাত্রী বোঝাই করে বীরভূমের কুণ্ডহীত থেকে বেনাচিতিগামী বড় যাত্রীবাহী বাস আসছিল দুর্গাপুরের বেনাচিতির অভিমুখে। পাণ্ডবেশ্বরের গোবিন্দপুর মোড়ের সামনে এলেই ঘটে বিপত্তি। রাঙ্গ স্তার পাশেই বৈদ্যুতিক তার সংযুক্ত করার জন্য বসানো হয়েছে বেশ কয়েকটি বৈদ্যুতিক খুঁটি। প্রবল বৃষ্টির কারণে খুঁটির মাটি আলগা হয়ে পড়ায় হঠাৎ করে বাসের সামনে উপড়ে পড়ে খুঁটিটি। বাসের সামনের কাঁচ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে যায় বৈদ্যুতিক খুঁটি। ঘটনায় বেশ কয়েকজন অল্পবিস্তর আহত হন। তবে সৌভাগ্যবশত কোনও প্রাণহানির খবর নেই। তড়িঘড়ি বাস থেকে বাসের যাত্রীদের নামানো হয়।

সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় মানুষজনের চেষ্টায় বাসের যাত্রীদের সুস্থভাবে বাস থেকে বের করা হয়। ঘটনায় পাণ্ডবেশ্বর গৌরবাজার রাস্তা বেশ কিছুক্ষণের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের লোকজন বাসের ভেতর থেকে খুঁটিটি বের করার কাজে হাত লাগায়। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, বিদ্যুতের খুটিগুলি বুধবার সময় সঠিকভাবে মাটি ভরাট করা হয়নি, আর সেই কারণেই প্রবল বর্ষণে জেরে মাটি আলগা হয়ে পড়ায় ঘটে এই দুর্ঘটনা।

করম পুজো ও উৎসব অনুষ্ঠিত হল সুন্দরবনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: সুন্দরবনের সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের ছয় নম্বর বয়ারমারী পূর্ব শংকরদহ এলাকায় শনিবার অনুষ্ঠিত হয় ৪১ তম আদিবাসী করম উৎসব ২০২৪। সুন্দরবন বিরসা মুন্ডা আদিবাসী উন্নয়ন সমিতি ও সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর উদ্যোগে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন বিরসা মুন্ডা আদিবাসী উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক অশ্বিনী মাহাত, সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, সুন্দরবন বিরসা মুন্ডা আদিবাসী উন্নয়ন সমিতির বিশিষ্ট সদস্য মানষ মাহাতো সহ এলাকার কয়েকশ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা। এদিন এই অনুষ্ঠানে আদিবাসীদের বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। শংকরদহ এলাকায় বর্ণাঢ্য শোভা যাত্রার মধ্য দিয়ে এদিন এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তারপর সন্ধ্যাবেলায় বিরসা মুন্ডার ছবিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। পাশাপাশি সারারাত ধরে চলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধরনের সংগীত ও নৃত্য। এই অনুষ্ঠান থেকে এলাকার বিশিষ্টজনদের ও বেশ কিছু প্রশাসনিক আধিকারিকদের বিশেষভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়। বিধায়ক বলেন, গাছকে দেবতা রূপে পুজো করেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা। এই করম পুজোকে সামনে রেখে সুকুমারের অনুরোধ বেশি করে গাছ লাগিয়ে প্রকৃতিকে দূষণ মুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি করম পুজো উপলক্ষ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছুটি ঘোষণা করায় আদিবাসী সমাজ খুশি হয়েছে বলে দাবি করেন সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো।

‘পাকিস্তানের চেয়ে ভারত অনেক ভালো দল’

বাংলাদেশকে সতর্ক করলেন জাদেজা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলাদেশ, ভারত সিরিজের আগে এ নামটি বারবার চলে আসছে। বিশেষ করে ভারতের সাবেক ও বর্তমান ক্রিকেটাররাই বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের আগে পাকিস্তানকে টেনে আনছেন বেশি। দুদিন আগে শুবমান গিল এনেছেন, এখন নিয়ে এলেন অজয় জাদেজা।

ভারত সিরিজের আগে পাকিস্তানকে তাদের মাটিতে ধবলধোলাই করে এসেছে বাংলাদেশ। এটাই যে ভারতীয় ক্রিকেট মহলে বাংলাদেশকে সমীহ এনে দিয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সর্বশেষ এ বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন ভারতের সাবেক ব্যাটসম্যান অজয় জাদেজা।

ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে গিয়ে গতকাল রাতে ভারত-বাংলাদেশ সিরিজ নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন জাদেজা। সেখানে তিনি বলেছেন, ‘জয়ের পর যে দলই যেখানে খেলতে যাক, তাদের মধ্যে জেতার একটা বিশ্বাস থাকে। কিন্তু এই মুহূর্তে পাকিস্তান ক্রিকেট দল ও ভারত ক্রিকেট দলের মধ্যে অনেক পার্থক্য। পাকিস্তানের চেয়ে ভারত অনেক এগিয়ে।’

এরপর তিনি যোগ করেছেন, ‘তবে বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, তারা বিশ্বাস করবে; যেহেতু তারা পাকিস্তানকে হারিয়েছে, ভারতকেও কেন পারবে না। কিন্তু আমরা অনেক ভালো দল, তারাও ভালো। বাংলাদেশ স্পিন ভালো খেলে, কন্ডিশনও মানানসই।’

সর্বশেষ ভারত সফরের দুই টেস্টেই ইনিংস ব্যবধানে হেরেছিল বাংলাদেশ। তবে ভারত সেই জয় নিয়ে পড়ে থাকছে না। বাংলাদেশের বিপক্ষে পূর্ণ শক্তির দল ঘোষণা করেছে ভারত।

নতুন কোচ গৌতম গম্ভীরের অধীনে এবারই প্রথম টেস্ট খেলবে ভারত। নতুন কোচের ওপর পুরো আস্থা আছে জাদেজার, ‘এটা স্পষ্ট, গম্ভীরের কৌশল আক্রমণাত্মক। ও থাকলে কোনো নিস্তেজ মুহূর্ত থাকবে না, এটা নিশ্চিত। ও নতুন কিছু চেষ্টা করবে। ওর যেটা বিশ্বাস, সে অনুযায়ী কাজ করবে।’

তিনি গম্ভীরকে কোনো পরামর্শ দিতে চান কি না, এই প্রশ্নে জাদেজা বলেছেন, ‘আশা করছি, ও কারও পরামর্শ নেবে না, কৌশল পরিবর্তন করবে না। কারণ যে কৌশল তোমাকে তৈরি করেছে, সেটাতেই বিশ্বাস ধরে রাখা উচিত। আর এমনিতে ওর উন্নতি চলমান থাকবে।’

নাজমুল হোসেনের দল সেখানে দুই টেস্ট ও তিন টি-টোয়েন্টির দুটি সিরিজ খেলবে। প্রথম টেস্ট হবে ১৯ সেপ্টেম্বর, চেন্নাইয়ে। কানপুরে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে ২৭ সেপ্টেম্বর।

চেন্নাইয়ে বিরাট-ঝড়! অনুশীলনে চিপক স্টেডিয়ামের দেওয়াল ভাঙলেন কোহলি

নিজস্ব প্রতিনিধি: চেন্নাইয়ে অনুশীলনে ব্যস্ত ভারতীয় দল। চিপক স্টেডিয়ামে অনুশীলন করছেন রোহিত শর্মারা। রবিবার সেই স্টেডিয়ামের দেওয়াল ভাঙলেন বিরাট কোহলি। তাঁর মারা বল লেগে স্টেডিয়ামের দেওয়ালে গর্ত হয়ে গেল।

নেটে ব্যাট করছিলেন বিরাট। সেই সময় তাঁর মারা একটি বল সাজঘরের কাছের দেওয়ালে গিয়ে লাগে। সেই শটে এতটাই জোর ছিল যে, বলের আকারের গর্ত হয়ে যায়

দেওয়ালে। সম্প্রচারকারী সংস্থার ক্যামেরায় ধরা পড়ে সেই ঘটনা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে অনুশীলনে ব্যস্ত ভারত। দু’টি টেস্ট খেলবে দুই দল। তারই প্রস্তুতি চলছে। এর মধ্যেই বিরাটের এই কাণ্ড নজর কেড়েছে।

পাকিস্তানকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে ভারতে এসেছে বাংলাদেশ। ভারতের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনও টেস্ট জিততে পারেনি তারা। প্রথম বার পাকিস্তানকে টেস্ট সিরিজে হারানোর পর সে দেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের পুরস্কৃত করেছে। যা ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে শাকিব আল হাসানদের উৎসাহিত করবে।

ভারত শেষ টেস্ট খেলেছিল এই বছর মার্চে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে খেলেছিল তারা। আগামী চার মাসে ভারত মোট ১০টি টেস্ট খেলবে। যা নির্ধারণ করবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের ভাগ্য। এর মধ্যে ঘরের মাঠে পাঁচটি টেস্ট রয়েছে রোহিতদের। বাংলাদেশের পর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও ঘরের মাটিতে খেলবেন তাঁরা। বছরের শেষে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সে দেশে গিয়ে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে ভারত।

২ মাস ২ দিন পর ফিরে ২ গোল মেসির, জিতল মায়ামি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২-সংখ্যাটি অন্যরকম হয়ে ধরা দিল লিওনেল মেসির কাছে! অ্যাঙ্কেলের চোট সারিয়ে ২ মাস ২ দিন পর মাঠে ফিরেছেন ইন্টার মায়ামির আর্জেন্টাইন তারকা। সেই ফেরাটাও তিনি স্মরণীয় করে রাখলেন আবার ২ গোল করে। তাঁর জোড়া গোলেই মেজর লিগ সকারে নিজেদের মাঠে ফিলাডেলফিয়াকে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়েছে ইন্টার মায়ামি।

অথচ এই ২ সংখ্যাটিই মায়ামিকে অন্য বার্তা দিচ্ছিল। ম্যাচের ২ মিনিটেই যে পিছিয়ে পড়েছিল তারা। ফিলাডেলফিয়াকে এগিয়ে দেওয়া গোলটি করেছেন মিকায়েল উরে। এরপরই ৪ মিনিটের মধ্যে মেসির জোড়া গোলে দারুণভাবে ম্যাচে ফেরে মায়ামি।

মেসি গোল দুটি করেন ২৬ ও ৩০ মিনিটে। তাঁর গোল দুটির উৎসে আবার বার্সেলোনার সাবেক দুই সতীর্থ। প্রথম গোলটিতে মেসিকে সহায়তা করেছেন লুইস সুয়ারেজ, দ্বিতীয়টির উৎস ছিলেন জর্দি আলবা। পরে যোগ করা সময়ের ৮ মিনিটে স্কোরশিটে নাম লিখিয়েছেন সুয়ারেজ। সেই গোলটিতে আবার সহায়তা করেছেন মেসি।

এই জয়ের পর মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সে ২৮ ম্যাচে ১৯ জয় ও ৫ ড্রয়ে ৬২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই আছে ইন্টার মায়ামি। ইস্টার্ন ও ওয়েস্টার্ন কনফারেন্স মিলিয়েও শীর্ষে তারা।

মেসি চোটের কারণে মাঠের বাইরে ছিটকে গিয়েছিলেন ১৫ জুলাই, কলম্বিয়ার বিপক্ষে কোপা আমেরিকার ফাইনালে। যুক্তরাষ্ট্রে হওয়া কোপা আমেরিকায় ফাইনালে কলম্বিয়াকে হারিয়ে শিরোপা জয়ের ম্যাচে মেসি চোট পেয়েছিলেন অ্যাঙ্কেলে। এরপর থেকেই তিনি আর কোনো ম্যাচ খেলেননি।

চোটের কারণে ১৫ জুলাই থেকে মেসির অনুপস্থিতিতে অবশ্য মেজর লিগ সকারে কোনো ম্যাচ হারেনি মায়ামি। তবে লিগস কাপে দুটি ম্যাচ হেরেছে তারা। এমনকি টুর্নামেন্টটি থেকে ছিটকেও গেছে মেসির দল।

একদিন আমার দেশ/আমার দুনিয়া

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব পেয়েও খারিজ গডকরির, চাঞ্চল্যকর তথ্য

নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব খারিজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতীন গডকরির। শনিবার একটি অনুষ্ঠানে গিয়েই কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রী এবার এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আনলেন।

বিজেপির অন্যতম মুখ তিনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও বটে। তবে তার থেকেও বেশি পরিচিতি তাঁর সুব্যবহারের জন্য। শাসক থেকে বিরোধী-সকলেই প্রশংসা করেন নিতিন গড়করীর নম্র আচরণের। বিজেপির অন্দরে এমন জল্পনাও রয়েছে, নরেন্দ্র মোদীর পর প্রধানমন্ত্রীর পদের অন্যতম দাবিদার হতে পারেন নীতীন গডকরি। তিনিই এবার চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আনলেন। জানালেন, তিনিও পেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব। কিন্তু তা সবিনয়ে খারিজ করে দিয়েছিলেন।

শনিবার একটি অনুষ্ঠানে গিয়েই কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রী

নীতীন গড়করি জানান, এক রাজনৈতিক নেতা তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এর জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, এমন ইচ্ছা রাখেন না তিনি। ওই ঘটনার কথা উল্লেখ করে গড়করি বলেন, ‘আমি কারও নাম নেব না, তবে ওই ব্যক্তি আমায় বলেছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে সামিল হলে, আমায় সমর্থন করবেন। কিন্তু আমি পালটা প্রশ্ন করি যে কেন আপনি আমায় সমর্থন করবেন এবং আমিই বা কেন আপনার সমর্থন গ্রহণ করব? আমি নিজের চিন্তাধারা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনুগত। কোনও পদের জন্য আমি তা ত্যাগ করতে পারি না, কারণ আমার কাছে নিজের বিশ্বাস সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ।’

প্রসঙ্গত, ২০২৪ ও তার আগে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে উঠে এসেছিল তাঁর নাম। তবে প্রতিবারই সেই জল্পনা খারিজ করে দিয়েছিলেন নাগপুরের তিনবারের সাংসদ নীতীন গডকরি। ২০১৯ সালে তিনি বলেছিলেন, ‘নরেন্দ্র মোদির দক্ষ হাতেই রয়েছে ভারত। আমরা সবাই ওঁর (মোদি) থেকে অনেক পিছিয়ে। আমি কেবল ওঁর স্বপ্নপূরণের একজন কারিগর। আমার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রশ্ন আসে কী করে? আমি প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে নেই। আমি এই স্বপ্ন দেখি না।’

মুম্বইয়ে ফের বেপরোয়া গাড়িতে পিষ্ট কিশোর

মুম্বই, ১৫ সেপ্টেম্বর: মুম্বইয়ে ফের বেপরোয়া গাড়িতে পিষে মৃত্যু। এবার বলি এক কিশোর। মৃত কিশোরের নাম আদিত্য (১৭)। গুরুতর আহত তার এক বন্ধু। শুক্রবার সন্ধ্যায় মুম্বই শহরতলির দহিসার এলাকায় ঘটনাটি ঘটে।

জানা গিয়েছে, ওই দুই কিশোর ওই বাইকে চেপে ওই দহিসার দিয়ে যাওয়ার সময় দ্রুতগতির গাড়িটি ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। আদিত্য নামে এক কিশোরের মৃত্যু হলেও, গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি তার বন্ধু করণ রাজপুত। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, আদিত্য ও করণ মোটরবাইকে দহিসার থেকে কান্দিভলি যাচ্ছিল। দ্রুতগতিতে গাড়িটি পিছন থেকে বাইকে ধাক্কা মেরে পালায়। গুরুতর আহত অবস্থায় দুই কিশোরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃত্যু হয় আদিত্যর। করণের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গিয়েছে।

ঘাতক গাড়িটির খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্তে বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। গাড়িটিকে চিহ্নিত করতে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জেনেছে, ওভারটেক করতে গিয়ে মোটরবাইকে ধাক্কা মারে গাড়িটি। উল্লেখ্য, গত কয়েক মাসে মহারাষ্ট্রে একাধিক হিট অ্যান্ড রানের ঘটনা ঘটেছে। গত মে মাসে মদ্যপ অবস্থায় পোর্সে গাড়ি চালিয়ে ২ জনকে ধাক্কা মেরেছিল এক কিশোর। মৃত্যু হয় ওই দুই জনের। আবার জুলাই মাসে মুম্বইয়ের ওরলি এলাকায় একটি স্কুটিতে ধাক্কা মারে একটি গাড়ি। মৃত্যু হয় এক মহিলার। অভিযোগ, গাড়িটি শিন্ডে শিবিরের শিবসেনার এক নেতার ছেলে চালাচ্ছিলেন।

বিহারে জিতলে এক ঘণ্টায় মদের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার: প্রশান্ত

পটনা, ১৫ সেপ্টেম্বর: বিহার নির্বাচনে জিতলে এক ঘণ্টার মধ্যে মদের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেবেন বলে ঘোষণা করলেন প্রশান্ত কিশোর। এবার সরাসরি রাজনীতির ময়দানে নামছেন প্রশান্ত কিশোর।

আগামী ২ অক্টোবর তাঁর দল জন সুরজ পার্টি আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। আর ভোটের ময়দানে নামার আগেই এহেন বড় ঘোষণা করলেন প্রশান্ত কিশোর। সংবাদসংস্থা এএনআই-র সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রশান্ত কিশোর বলেন, ‘২ অক্টোবরের জন্য আলাদা করে কোনও প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। আমরা বিগত ২ বছর ধরেই প্রস্তুতি নিচ্ছি। জন সুরজ সরকার তৈরি হলে ১ ঘণ্টার মধ্যে মদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে।’

এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বিহারে জন সুরজ যাত্রা করছিলেন প্রশান্ত কিশোর। যাত্রা শেষেই তিনি রাজনৈতিক দলের আনুষ্ঠানিক সূচনার কথা ঘোষণা করেন।

ভোটের মুখে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবেরও এমনই এক যাত্রা শুরু করা প্রসঙ্গে পিকে বলেন, ‘ওঁর (তেজস্বী যাদব) জন্য শুভেচ্ছা রইল। অন্তত ওঁ বাড়ি থেকে বেরিয়ে জনগণের মাঝে যাচ্ছে।’

টাইফুনের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত মায়ানমার, নিখোঁজ ৮৯

নেইপেইদ, ১৫ সেপ্টেম্বর: টাইফুন ‘ইয়াগি’র দাপটে বিপর্যস্ত মায়ানমার। অন্তত ৭৪ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। নিখোঁজ ৮৯। ঘরছাড়া প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ। উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে বলে জানাচ্ছে সরকারি টিভি চ্যানেল। যেহেতু বহু অঞ্চলের সঙ্গেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, তাই হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। যুদ্ধ ও অস্থির অর্থনীতির প্রকোপে এমনিতেই এই পড়শি দেশের পরিস্থিতি খারাপ। তার মধ্যে টাইফুনের দাপটে আরও করুণ হল সাধারণ মানুষের অবস্থা।

এদিকে টাইফুনের দাপটে ভিয়েতনাম, উত্তর থাইল্যান্ড, লাওসে প্রাণ হারিয়েছেন ২৬০ জনেরও বেশি মানুষ। বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। শুক্রবার জানা গিয়েছিল, ৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে মায়ানমারে। কিন্তু সংখ্যাটা দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে ত্রাণের জন্য অন্য দেশগুলির কাছে সাহায্য চেয়েছে সেদেশের সরকার।

প্রতি বছরই বর্ষাকালে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বহু মানুষ প্রাণ হারান

মায়ানমারে। ২০০৮ সালে নার্গিস সাইক্লোনে মারা যান ১ লক্ষ ৩৮ হাজার মানুষ। তবে সেবার আন্তর্জাতিক সাহায্য চাইতে দেরি করে ফেলে সেনা প্রশাসন। যার ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিলম্ব হয়।

শনিবার সন্ধ্যায় মায়ানমারের সরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে জানানো হয়েছে, ২৪টি সেতু, ৩৭৫টি স্কুল বিল্ডিং, একটি বৌদ্ধ মনাস্ট্রি, পাঁচটি বাঁধ, চারটি প্যাগোডা, সাড়ে চারশোর বেশি ল্যাম্পপোস্ট এবং ৬৫ হাজারের বেশি বাড়ি ভাঙা পড়েছে মধ্য ও পূর্ব মায়ানমারে। ইউনেস্কোর ‘হেরিটেজ’ রাজধানী নেইপেইদে প্রবল বিপর্যস্ত পরিস্থিতি। গত ৬০ বছরে এমন বৃষ্টি হয়নি এখানে। তেমনটাই দাবি সেদেশের আবহাওয়া দপ্তরের। গত বুধবার থেকেই শুরু হয়েছে বৃষ্টি। তার পর থেকেই জলের তলায় চলে গিয়েছে মায়ানমার। তবে ত্রাণসামগ্রী বিপর্যস্তদের কাছে পৌঁছে দেওয়া ও গৃহহীনদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

রিপাবলিকান পার্টির সক্রিয় কর্মী লোরার সঙ্গে ট্রাম্পের প্রেমের জল্পনা!

ওয়াশিংটন, ১৫ সেপ্টেম্বর: এমনিতে পর্নস্টারের সঙ্গে নাম জড়িয়ে বিতর্কে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। ‘বহুগামিতা’র জেরে বিতর্ক তো বটেই, এর আগে পর্নস্টারের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে আইনি প্যাঁচে পড়েছিলেন তিনি। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ফের একবার সেই বিতর্ক মাথাচাড়া দিল মার্কিন রাজনীতিতে। অভিযোগ স্ত্রীকে ছেড়ে অন্য নারীতে মজেছেন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী। বছর একত্রিশের লোরা লুমরের সঙ্গে একেবারে মাখে মাখো সম্পর্কে জড়িয়েছেন তিনি। হাইভোল্টেজ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন উপলক্ষ্যে সেজে উঠেছে গোটা আমেরিকা। জোরকদমে চলছে প্রচার। তবে অদ্ভুতভাবে এই প্রচারে ট্রাম্পের পাশে দেখা যায়নি তাঁর স্ত্রী মেলানিয়াকে। জল্পনা শুরু হয়েছে, নির্বাচন পর্ব শেষ হওয়ার পর পাকাপাকিভাবে স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্সের পথে হাঁটবেন তিনি।

তবে প্রচারের ময়দানে মেলানিয়ার দেখা না পাওয়া গেলেও যাকে দেখা যাচ্ছে তিনি লোরা লুমর। ৩১ বছর বয়সি এই সুন্দরী রিপাবলিকান পার্টির সক্রিয় কর্মী। জানা যাচ্ছে, প্রচারের ফাঁকে চুটিয়ে ডেটও করছেন ট্রাম্প। সম্প্রতি এবিসি সংবাদমাধ্যম দ্বারা আয়োজিত প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেটের ট্রাম্পের টিমে দেখা গিয়েছিল লুমরকেও। রিপাবলিকান পার্টির এই তরুণীর সঙ্গে ট্রাম্পের এহেন ঘনিষ্ঠতায় দুয়ে দুয়ে চার করে নিচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

এক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেট চলাকালীন ও শেষ হওয়ার পর লোরা লুমরকে মঞ্চের পিছনে দেখা যায়। এমনকী ট্রাম্পের সঙ্গে স্ট্রিনরুমেও দেখা গিয়েছিল দু’জনকে। বাস্তবে ঘটনা কী তা কোনও পক্ষ স্পষ্ট করেনি। সূত্রের খবর, নির্বাচনের আগে এই ইস্যু যাতে ট্রাম্পের কেরিয়ারে প্রভাব ফেলতে না পারে আপাতত সেদিকেই নজর দু’জনের। নির্বাচন পর্ব শেষ হওয়ার পর বিষয়টি প্রকাশ্যে আনবে দুপক্ষ।

জানা যাচ্ছে, লুমর ডানপন্থী এবং তিনি সমকামিতা, তৃতীয় লিঙ্গের অধিকার এবং মুসলিম বিরোধী অবস্থানের জন্য বিপুল জনপ্রিয়। একাধিক অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তৃতায় ৯/১১ হামলার জন্য আমেরিকার মুসলমানদের দায়ী করেছেন তিনি। ইসলামকে ‘মানবতার জন্য ক্যানসার’ও বলেছেন। এই সব করেই আমেরিকার একটি বড় অংশের সমর্থন আদায় করে নিয়েছেন লুমর।

E-TENDER NOTICE

E-tender invited vide NIT No. **05/SGP/PBG/2024-25** by the Prodhan, Sagarpara Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad. Last Date of online bid submission is **21/09/2024** up to **12:30pm.** Interested bidders may kindly visit **wbtenders website** for more details.

Sd/- Prodhan
Sagarpara Gram Panchayat
Jalangi, Murshidabad

Office of the
Rangamatichandpara Gram Panchayat
Vill:Rangamatichandpara,P.O:Jadupur,P.S:Berhampore,Dist: Murshidabad

Tender Notice

Sealed Tenders are invited Vide NIeT No:**09/15th/UNTIED/RCGP/2024-25- & 10/15thF.C/UNTIED/RCGP/2024-25** communicated under **Memo No:1010/EN/RCGP(25) dt: 11.09.2024 & Memo No: 1011/EN/RCGP(25) dt: 11.09.2024** by the Prodhan Rangamatichandpara G.P under Berhampore Block,Murshidabad for the Programme under **UNTIED(15th F.C).**
Last date of download & upload of the tender paper upto **09:00 hours** on **21.09.2024**. Intending bidders may download tender documents from e- procurement portal of website **httpp://wbtenders.gov.in.**

Sd/-Prodhan
Rangamatichandpara Gram Panchayat

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

কবিতা

মা-ই দুর্গা

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

আমার যে ভালোবাসার ঘর
যে আমার বিবেকেরই ঘর
আমার যে আবেগেরও ঘর
যে মায়াতে জাগে সব ঘর
আসলে তা আমার মায়ের ঘর।

বিপদের যত আছে ঝড়
সামলে নেয় যে সবটা তার
হিংসা,ক্ষোভ আগলে রাখে যার
মনের আজ নেই মুখভার
আসলে তো এটাই মায়ের ঘর।

মাকে ঘিরে পুজো হয় যার
কি উমা বা কি মেনোকার
ছন্দে-গন্ধে হয় একাকার
ধর্মে বর্নে মেশে সবই যার
তা আসলে দুর্গা মা'রই ঘর।

'ভালো হও' কথাটাই মা'র
চিনতে শেখো সে ভালরই ঘর
আগলে তুমি আজও নির্ভর
কারণ তা তো রক্তেরই স্বর
আছে 'মা' শব্দেই অমর।

জানবে কষ্ট কি যে হয় মা'র!
জন্ম নিলেও ভুলছ কেনো তার
কষ্টে উমা, কষ্ট মেনকার
নিঃস্ব হয় না তবু বিজয়ার-
কারণ হলো মা যে সবার।

অকাল বসন্তের অপেক্ষা

সৌমিত্র মজুমদার

স্বপ্নার স্বপ্নের জাল বোনা শুরু হয়েছে ভাদ্রের আরও বেশ কিছুটা আগে থেকেই। ভরা শ্রাবণের অঝোর বারিধারা দেখতে দেখতে মনটা অজান্তেই কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিলো ওর। বিয়ে হয়েছে এখনো বছর পেরোয়নি, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে চাকরির কারণে স্বামী হীরক থাকে অনেকটাই দূরে, সেই জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ অঞ্চলে। মাঝেমধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ আর মেসেঞ্জারে কথা অবশ্য হয় কিন্তু সে-ও ভীষণই কম, তা ধর্তব্যের মধ্যে পড়েনা। আসলে যে ধরনের পেশা হীরকদের, স্মার্টফোনে চ্যাট করা কিম্বা ফোন করে খোশমেজাজে বহুক্ষণ ধরে কারো সাথে গল্পগুজব করা কখনোই সম্ভবপর নয়। যদিও তা ভালোমতোই বুঝতে পারে স্বপ্না কিন্তু করবেটাই বা কী ! প্রেম করেছিলো তো জেনেশুনে ফৌজি প্রেমিকের সাথেই। বর্তমানের এই সোশ্যাল মিডিয়ায় হয়েছিলো ওদের আলাপ। প্রথমে ফেসবুক, তারপর হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম। এইভাবেই সময়ের চলমানতার সাথে পাল্লা দিয়ে ভালোলাগা, ভালোবাসা, পরিচয়ের গভীরতা, অন্তরঙ্গতা। শেষমেষ দু'জনের নিজের-নিজের সম্মতিতে চারহাত এক হওয়া। দু'তরফের বাড়ির অভিভাবকদেরও কোনো আপত্তিটাপত্তি ছিলোনা সেই বিয়েতে। স্বপ্নার বাপের বাড়ি বলতে সে-ও অনেকটাই দূরে, আসামের গৌহাটিতে, আর হীরকদের বাড়ি খোদ উত্তর চব্বিশ পরগণার এক প্রত্যন্ত এলাকায়। এমনিতে স্বপ্না নিজেও যেমন রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, হীরকও যে হিরো নম্বর ওয়ান তা নির্বিবাদে বলাই যায়। বিয়ের পর মাত্র একবারই বাড়ি এসেছিলো হীরক, তাও মাত্র এক-দেড় সপ্তাহের জন্য। যাবার সময় স্বপ্নার কাছে কথা দিয়ে গেছিলো পনেরো-কুড়িদিনের ছুটিতে এই দুর্গাপুজোর সময় অবশ্যই সে আসবে, সকলের সাথে চুটিয়ে মজায় আর আনন্দে কাটিয়ে আবার কাজের জায়গায় ফিরে যাবে। হীরকের মা-বাবাও রোজরোজই বৌমার কাছে ছেলের কুশল-সংবাদ জানতে চান। তারাও যে দীর্ঘ প্রতীক্ষায়, কবে কখন তাদের সবেধন নীলমনি ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়াবে। স্বপ্না মনে মনে স্বপ্ন আঁকে হীরক ফিরে এলেই দু'জনে মিলে কলকাতায় কোনো বড়ো বস্ত্রবিপণীতে পুজোর কেনাকাটা করতে যাবে। নিজের মায়ের আর শাশুড়িমায়ের জন্য ভালো তাঁতের শাড়ি, বাবা আর শ্বশুরমশাইয়ের জন্য পরনের ধুতি, পাঞ্জাবি আর লুঙ্গি, বাড়ির কাজের দুই দিদির জন্য শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ এসব। নিজের জন্য এবারে চুড়িদার আর হীরকের জন্য সুন্দর দেখে একটি সাফারিসুট নেবে মনেমনে তা ঠিক করেছে। এরপরে যখন ঘরে একটি ফুটফুটে সন্তান আসবে পুজোর বাজারের তালিকায় তার নামটিও তো যুক্ত করতে হবে, ভাবতে ভাবতে আপনমনেই আনন্দে, খুশিতে হেসে ওঠে সে !

এখনো তো পুজোর অনেকগুলি দিনই বাকি। ধৈর্য যেন আর ধরতে পারেনা ও। ইচ্ছে হলেই দেওয়াল আলমারির ভেতরে অতি যত্নে তুলে রাখা বিয়ের ছবির এলবামটা বের করে ছবিগুলোয় চোখ বোলায় ও। সেসব ছবিগুলি দেখতে দেখতে ভীষণরকম নস্টালজিক হয়ে পড়ে স্বপ্না।

বিশ্বকর্মা পুজোর ঢাক বাজছে বাড়ির কাছের একটি গ্রিলের দোকানে। সতেরোই সেপ্টেম্বর আজ। উদাস করে দেওয়া ধূপ-ধুনোর গন্ধে মনে হচ্ছে সত্যিই পুজো প্রায় এসেই গেলো। জানলা দিয়ে বাইরের প্রকান্ড মাঠটায় নজর মেললে দেখতে পায় কাশফুলেরা ফুটি-ফুটি করছে, অজস্র শিউলিফুলের সমারোহ, শাপলা-শালুক, পদ্মরাও চোখ মেলেছে যে যার মতো পাশের জলাশয়টায়। খুব উচ্ছ্বাস জেগে ওঠে স্বপ্নার স্বপ্নময় হৃদয়ে। এখন কেবল মনের মানুষের প্রতীক্ষা, একটি-একটি করে অপেক্ষার দিন কাটানো। ক্যালেন্ডারের পাতায় লালকালির আঁচড় কাটে ও রোজরোজ। অত্যন্ত উতল হয় দয়িতা মনের অন্তস্থল, শিহরণ জাগে যেন সারা শরীরে।

আজ মহালয়া, সেই ভোরবেলা থেকেই রাস্তায় লোকজনের সমাগম। পিতৃপক্ষের অবসানে দেবীপক্ষের শুরুতে তর্পণের উদ্দেশ্যে গঙ্গার পথে চলেছেন কতো মানুষ, গঙ্গায় স্নান সেরে পিতৃ পুরুষের প্রতি জল নিবেদন করবেন তারা। খোলা জানলার গরাদ ধরে উদাস হয়ে সেসব জরিপ করে স্বপ্না। এলাকায় যে দুর্গামন্ডপে প্রতিবছর দুর্গাপুজো হয় সেখানে গতকাল রাত থাকতেই মাইকে বারবার বাজছিলো নানা ধরনের আগমনী গান, ভোর চারটেয় রেডিওতে বাজা 'মহিষাসুর মর্দিনী'-র সাথে মাইক যুক্ত করে দেওয়ায় বেশ জমে উঠেছিলো এলাকার পরিবেশ। প্রবাদ প্রতীম শিল্পী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের উদাত্ত কণ্ঠের স্তোত্রপাঠ আর তার সাথে বিভিন্ন গায়ক-গায়িকার গাওয়া আগমনী গানের সুরমূর্ছনায় সাতসকালেই কাঁচাঘুমটা ভেঙে গেছিলো স্বপ্নার। হ্যাঁ, আজকেই তো ঘরে ফেরার দিন হীরকের। বলেছিলো মহালয়ার দিনই বাড়িতে আসবে। ঘুম থেকে উঠে তড়িঘড়ি ঘরদোর গুছিয়ে নিয়ে স্নানটান সেরে নেয় ও। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে চা বানিয়ে এনে শ্বশুরমশাই আর শাশুড়িমাকে খেতে দেয়। মনটা আজ যেন ভীষণ রকম ফুরফুরে স্বপ্নার। ঘরের ছেলে দীর্ঘদিন বাদে ঘরে ফিরবে, সেই খুশিতে হীরকের মা-বাবাও আত্মহারা যেন।

'বাজারের বড়ো ব্যাগটা দাও তো, তাড়াতাড়ি গিয়ে বাজারটা করে নিয়ে আসি' বলে ওঠেন নীলকণ্ঠবাবু। 'শোনো, বাজারে যখন যাচ্ছোই তখন ঝিঙে আর পোস্ত কিন্তু আনতে ভুলোনা, খোকার খুব প্রিয় খাবার এই ঝিঙেপোস্ত। আর হ্যাঁ, ছোলা আর মটরের ডালও এনো, ধোকা বানাতে হবে তো। ওই সূর্যসেন নগরের খাটাল থেকে আড়াই/তিন লিটার খাঁটি গরুর দুধ আর পরেশের দোকান থেকে ভালো জাতের গোবিন্দভোগ চাল, বাতাসা কিনে এনো, ও হ্যাঁ কিশমিশও, খোকা যে কিশমিশ দেওয়া পায়েস খেতে খুব ভালোবাসে। কতোদিন খোকা এসব খাবার খায়নি গো' দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন সুগন্ধাদেবী।

শ্বশুরমশাই বাজারে বেরিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি করে ঘরের লক্ষ্মীকে ধূপ-ধুনো-প্রদীপ জ্বেলে পুজো করে স্বপ্না। তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো অপেক্ষায় থাকে স্বামী হীরকের আগমনের। মাঝেমাঝে কয়েকবার জানলার কাছে এসে উঁকি মেরে যায়, ওই বুঝি সে এলো...। এক অন্যরকম স্বাদে আর ভালোলাগায় ভরপুর হয়ে হীরকের ঘরে ফেরার প্রহর গুনতে থাকে তন্বী স্বপ্না। শরতের মেঘমুক্ত নির্মল আকাশের দিকে অপলকে চেয়ে কেমন যেন রঙিন বসন্তের অন্তরঙ্গতাময় গন্ধ খুঁজে চলে দীর্ঘদিন স্বামীকে ছেড়ে থাকা নিসঙ্গ রাতজাগা পাখি এক।

কালিদহ পুজো কমিটি প্লট সেক্টর চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে বিগ বাজেটের পুজোকে

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা হেভিওয়েট পুজো কমিটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়াই করছে বেশ কিছু মাঝারি আকারের পুজো। বিপুল আর্থিক তহবিল না থাকায় সে ভাবে এই সব পুজো সার্চ লাইটের আলোয় থাকে না। অর্থ কম থাকার কারণে খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই সব পুজো কমিটির সদস্যরা বাড়তি জৌলুস বা চাকচিক্য দেখানোর সাহস দেখান না। তবে এই সব পুজোয় খুঁজে পাওয়া যায় এক প্রাণের স্পর্শ। যা যোগ করে এক্কেবারে আলাদা এক মাত্রা। আর এই প্রাণের স্পর্শ আপনি অনুভব করবেন পুজো মণ্ডপে পা রাখলেই। এমনই এক পুজো গত ৪২ বছর ধরে হয়ে চলেছে কালিন্দীতে। উদ্যোগে কালিদহ পুজো কমিটি প্লট সেক্টর।

এই কালিদহ পুজো কমিটি প্লট সেক্টরের অবস্থান যশোর রোড থেকে কালিন্দীতে প্রবেশের মুখেই। যাকে ঘিরে রয়েছে কালিন্দী আবাসন। ফলে এই পুজোতে যেমন সর্বজনীনের একটা ছোঁয়া থাকে ঠিক তার পাশে ছোঁয়া মেলে আবাসনের পুজোরও। একটা অদ্ভুত মিশেল। এই পুজোর উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এই পুজো হয়ে আসছে একেবারে সাবেকি ঘরানায়। যার ছোঁয়া স্পষ্ট মাতৃ প্রতিমা থেকে প্যান্ডেল সহ সব কিছুতেই। ২০২৪-এর পুজোতেও এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না। কৃষ্ণনগর থেকে আসছে মাতৃপ্রতিমা। উজ্জ্বল পাল ও কাজল পাল মাতৃ প্রতিমার রূপদান করছেন। সেখানে থাকছে ট্র্যাডিশনাল টাচ। এবারের মাতৃপ্রতিমার বৈশিষ্ট্য হল, পুরোটাই গড়া হচ্ছে মাটিতে। অর্থাৎ, দেবীর বস্ত্রও তৈরি হচ্ছে মাটিতেই। কিন্তু শৈল্পিক নৈপুণ্যে এই বস্ত্র যে মাটির তৈরি তা একেবারেই বোঝা যাবে না বলেই দাবি করলেন পুজো উদ্যোক্তরা। আর প্যান্ডেল হচ্ছে মণিপুরের রাজবাড়ির আদলে। প্যান্ডেল তৈরির দায়িত্বে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের শ্যামশ্রী ডেকরেটর্স। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, বিগত বেশ কয়েক দশক যাবৎ কলকাতার বড় বড় পুজো প্যান্ডেল করার দায়িত্ব পান এই পূর্ব মেদিনীপুরের ডেকরেটরেরা। তাঁদের হাতের নিপুন বুনট মন কাড়ে দর্শকদের। কলকাতার পুজো যাঁরা দেখতে আসেন তাঁদের কাছে এটা এক আলাদা আকর্ষণ। আলোক সজ্জাও হচ্ছে সাবেকি ঘরানাতেই। তবে এই সাবেকি আলোক সজ্জা আজকাল কলকাতার পুজো মণ্ডপে গেলে সেভাবে চোখে পড়ে না। ফলে কালিদহের এই পুজো মণ্ডপে এলে এক অদ্ভুত নস্ট্যালজিয়ায় ভুগতে পারেন দর্শনার্থীরা।

কালিদহের এই পুজোর আরও একটা বড় আকর্ষণ ছিল পুজোর কয়েকটা দিন ধরে নানা ধরনের অনুষ্ঠান। বিগত কয়েক বছরে এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেখা গেছে সাংস্কৃতিক জগতের সব রথী-মহারথীদের। এই 'ছিল' শব্দবন্ধ ব্যবহারের কারণ এবছর কোন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হচ্ছে না। কারণ, এবারের আবহ ভীষণ ভাবে বদলে গেছে আরজি করের ঘটনায়। তিলোত্তমার পরিবারের সঙ্গে কালিদহের এই পুজো কমিটির সদস্যরাও সমব্যথী

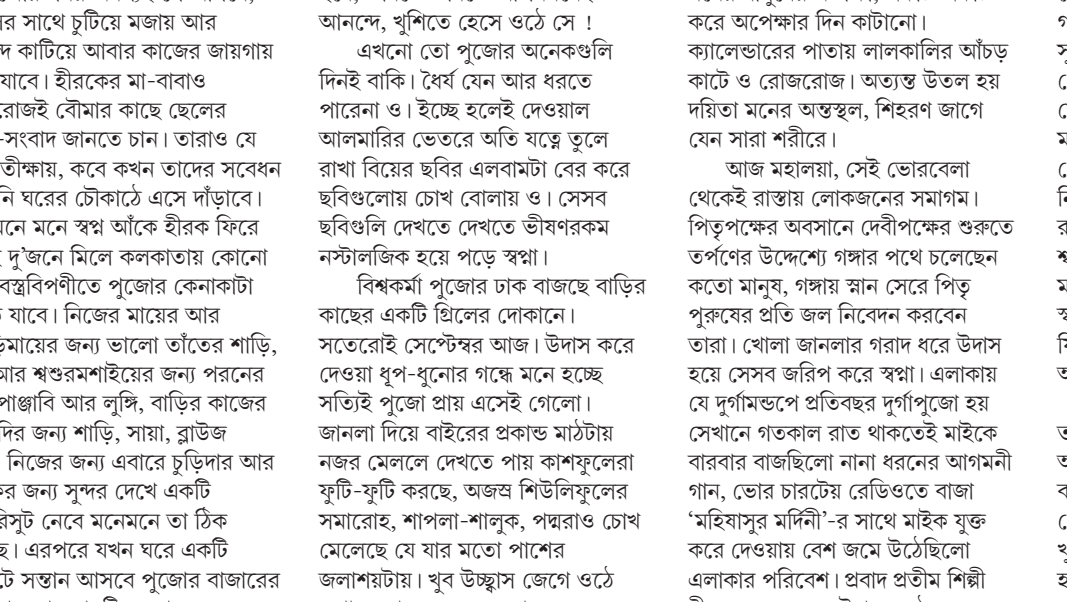

হওয়ায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাদ দেওয়ারই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে পুজোর জাঁকজমকও গত কয়েক বছরের তুলনায় কিছুটা হলেও কম থাকবে বলেই জানালেন পুজোর কর্মকর্তারা। তবে যারা সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে এই পুজোর জন্য, সেই খুদেদের নিরাশ করা হবে না। তাদের জন্য থাকছে বেশ কিছু অনুষ্ঠান। কারণ, তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, ঠিক কি নির্মম এক কাণ্ড ঘটে গেছে এই কলকাতার বুকে। সেই কারণে পুজোর আনন্দ থেকে এই খুদেদের বঞ্চিত করতে রাজি নন পুজো কমিটির সদস্যরা।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা এই পুজো সম্পর্কে না বললেই নয়, তা হল এখানে এলে দর্শনার্থীরা পাবেন দক্ষিণ কলকাতার ম্যাডক্স স্কোয়ারের এক ছোঁয়া। কারণ, ম্যাডক্স স্কোয়ারের মতোই এক বিশাল মাঠে হয় এই পুজো। এই মাঠে পুজোর কয়েকটা দিন বসে বেশ কিছু খাবারের স্টলও। সেখানে মেলে পকেট ফ্রেন্ডলি খাবার এবং

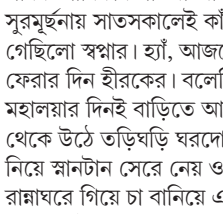

আসছে মা সাজছে শহর

পানীয়ও। সব মিলিয়ে ঠিক মেলা না বললেও মেলার একটা ফ্লেভার আপনি নিঃসন্দেহে পাবেন কালিদহের এই পুজো প্রাঙ্গনে পা রাখলে। পুজোর ক'টা দিন দর্শনার্থীদের কথা মাথায় রেখেই কমিটির তরফ থেকে এখানে বিপুল সংখ্যায় রাখা থাকে চেয়ারও। ফলে এই অঞ্চলের পুজোগুলো দেখে এখানে এসে একটু পা-কে বিশ্রাম দিতেই পারেন দর্শনার্থীরা। সঙ্গে নিজেকে একটু চাঙ্গা করে নেওয়ার জন্য নিতে পারেন মনের মতো খাদ্য বা পানীয়।

কালিদহের এই পুজোর চারপাশে রয়েছে বেশ কিছু হেভিওয়েট পুজো। এই সব পুজোর বাজেটের কাছে কালিদহ পুজো কমিটি প্লট সেক্টরের বাজেট নিতান্তই কম। তবে ২০২৪-এ মাঘি গণ্ডার বাজারে ২০ লাখ বাজেট নিয়ে মেগা পুজোদের চ্যালেঞ্জ জানাতে তৈরি কালিদহ পুজো কমিটি প্লট সেক্টর। ২০ লাখ বাজেট শুনলে অনেকেই মনে করতে পারেন, দুর্গাপুজোর বাজেট হিসেবে এটা কম-ই বা কিসের! এই প্রসঙ্গে পুজো কমিটির সদস্যরা জানান, দুর্গা থেকে কালি এমনকি সরস্বতী পুজোর খরচও ধরা থাকে এই বাজেটেই। এই প্রতিটি পুজোই হয় জাঁকজমক সহকারে। এছাড়াও এই তালিকা থেকে বাদ নেই ক্লাবের বার্ষিক স্পোর্টসও। ফলে দুর্গাপুজো ঘিরে এই তহবিল তৈরি হলেও তা বিভিন্ন ভাগে ভাগ হওয়ায় দেবী দুর্গার ভাগে বিরাট অঙ্ক যে তাকে তা নয়। আর এই বাজেটের বিপুল অংশ আসে চাঁদা থেকেই। জনান্তিকে বলে রাখা ভাল, উত্তর ২৪ পরগনার সবথেকে বড় পুজো কমিটি হিসেবে দাবি করেন কালিদহ পুজো কমিটি প্লট সেক্টরের সদস্যরা। যাঁরা এই পুজোকে পারিবারিক পুজোই মনে করে নিজেদের সাধ্যের মাত্রাকে অতিক্রম করে চাঁদা দেন। কারণ, মা দুর্গা তাঁদের কারও কাছে মা, কারও কাছে বা ঘরের মেয়েও। সেখানে কার্পণ্য করা হোক, তা মেনে নেওয়া যে বড় কঠিন। প্রত্যেক বারের মতোই এবারেও সব সদস্যের উদ্যোগে পুজোর উদ্বোধন হতে চলেছে চতুর্থীর দিন, নিরঞ্জন দ্বাদশীতে। নিরঞ্জনের মধ্যে দিয়েই মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে ফের পথ চলা শুরু হবে ২০২৫-এর।